CAPSTONE

Bangla Lecture#03

পেট্রোবাংলা স্পেশাল কোর্স

Overview

- পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ
- সংখ্যাবাচক শব্দ
- দ্বিরুক্ত শব্দ
- বচন ও পদাশ্রিত নির্দেশক
- মঙ্গলকাব্য
- অনুবাদ সাহিত্য
- বিখ্যাত পত্রপত্রিকা

Name: **Batch:**

Panthapath : 01972-277866
Mirpur : 01970-985421
Mouchak : 01999-017011
Chittangong : 01970-985420

লেকচার শীট-২ এর উপর মেমোরি টেস্ট-২

সময়: ১০ মিনিট | প্রাপ্ত নম্বর: | পূর্ণমান: ২০

১. নিচের কোন বানানগুচ্ছের সবগুলো বানানই শুদ্ধ?
ক. বিঘূর্ণন, বিঘঘাষণ, বিমর্দণ খ. জায়মান, জম্বুমান, ভ্রাম্যমান গ. বিমর্ষ, মুমূর্ষু, সংঘর্ষ ঘ. সত্তেও, সাত্ত্বিক, সত্তা

২. নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক. মুমুর্ষূ খ. মুমূর্ষু গ. মুমর্ষ ঘ. মুমুর্ষু

৩. চন্ডীদাস কোন সাহিত্য ধারা আদি কবি?
ক. নাথ সাহিত্য খ. মঙ্গলকাব্য গ. চণ্ডীমঙ্গল ঘ. বৈষ্ণব পদাবলি

৪. 'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে, কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।' উদ্ধৃতাংশটি কোন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত?
ক. মনসামঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল গ. চণ্ডীমঙ্গল ঘ. সারদামঙ্গল

৫. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য কত খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়?
ক. ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে গ. ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে

৬. 'চাঁদ সওদাগর' চরিত্রটি কোন মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়?
ক. কালিকামঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল গ. চণ্ডীমঙ্গল ঘ. মনসামঙ্গল

৭. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'-উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটি কোন কাব্য হতে গৃহীত?
ক. অন্নদামঙ্গল কাব্য খ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য গ. মনসামঙ্গল কাব্য ঘ. কালিকামঙ্গল কাব্য

৮. নিচের কোন সন্ধি বিচ্ছেদটি সঠিক নয়?
ক. সু + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা খ. ষট্ + দশ = ষোড়শ গ. সু + আগত = স্বাগত ঘ. উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস

৯. 'রাজ্ঞী' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক. রাজ্ঞ + নী খ. রাঞ্ + নী গ. রাজ + নী ঘ. রাঞ + ইনী

১০. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই 'ষ' ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. উষা খ. সুষমা গ. কৃষক ঘ. ঘর্ষণ

১১. ষ-ত্ব বিধান অনুযায়ী কোনটি অশুদ্ধ?
ক. ভবিষ্যৎ খ. সুষুপ্ত গ. ধূলিষাৎ ঘ. চক্ষুষ্মান

১২. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই 'ণ' ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. ভীষণ খ. পিণাক গ. কাণ্ড ঘ. মরণ

১৩. কোনটি যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ?
ক. জীবনী খ. জলধি গ. সন্দেশ ঘ. মধুর

১৪. নিম্নের কোনটি পর্তুগিজ শব্দ?
ক. বালতি খ. দারোয়ান গ. কুপন ঘ. দাম

১৫. প্রবীণ শব্দটি অর্থগতভাবে-
ক. রূঢ়ি খ. যৌগিক গ. যোগরূঢ় ঘ. মৌলিক

১৬. নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?
ক. রাজপুত খ. প্রবীণ গ. গবেষণা ঘ. গায়ক

১৭. 'পেয়ারা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?
ক. হিন্দি খ. উর্দু গ. পর্তুগীজ ঘ. গ্রিক

১৮. 'কাঁচি' কোন ধরনের শব্দ?
ক. আরবি খ. ফারসি গ. হিন্দি ঘ. তুর্কি

১৯. চৌ-হদ্দি শব্দটি কোন কোন ভাষার শব্দ মিলে হয়েছে?
ক. বাংলা + ফারসি খ. সংস্কৃত + ফারসি গ. ফারসি + আরবি ঘ. সংস্কৃত + আরবি

২০. কোন শব্দটি ফারসি?
ক. এজলাস খ. নালিশ গ. খারিজ ঘ. কার্তুজ

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ (লিঙ্গ)

- লিঙ্গ শব্দটির অর্থ চিহ্ন বা লক্ষণ। মানুষ যে শব্দের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে চেয়েছে তার প্রমাণ হিসেবে এই 'লিঙ্গ' কল্পনা করা হয়েছে। যে শব্দ ব্যবহার করে পুরুষবাচক, নারীবাচক, জড় পদার্থ কিংবা উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি বোঝায় তাকে লিঙ্গ বলে। লিঙ্গ শব্দটির ব্যুৎপত্তি হলো √লিঙ্গ্+অ। পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে স্ত্রী প্রত্যয় যোগ করে, স্ত্রীবাচক শব্দ আগে বা পরে বসিয়ে অথবা ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে লিঙ্গান্তর করা হয়।
- লিঙ্গের প্রকারভেদ: লিঙ্গ প্রধানত চার প্রকার।

পুংলিঙ্গ	যা দ্বারা পুরুষ জাতি বোঝায়। যেমন: বাবা, ছেলে, দাদা, কিশোর, ভাই, মামা ইত্যাদি।
স্ত্রীলিঙ্গ	যা দ্বারা শুধু স্ত্রী জাতি বোঝায়। যেমন: মা, বোন, খালা ফুফু, চাচি, নানি ইত্যাদি।
উভয়লিঙ্গ	য দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতিকেই বোঝায়। যেমন: কবি, পাখি, শিশু, সন্তান ইত্যাদি।
ক্লীবলিঙ্গ	যা দ্বারা পুরুষ-স্ত্রী জাতির কোনোটিই বোঝায় না। যেমন: ফুল, বই, টেবিল, পর্বত ইত্যাদি।

- বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়: পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে কতকগুলো প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। এগুলো হলো:

১. ঈ-প্রত্যয়: বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, ভাগনা/ ভাগনে-ভাগনী।
২. নী-প্রত্যয়: কামার-কামারনী, কুমার-কুমারনী, মজুর-মজুরনী।
৩. আনী প্রত্যয়: ঠাকুর-ঠাকুরানী, নাপিত-নাপিতানী, মেথর-মেথরানী, চাকর-চাকরানী।
৪. ইনি-প্রত্যয়: কাঙাল-কাঙালিনি, গোয়ালা-গোয়ালিনি, বাঘ-বাঘিনি।
৫. উন-প্রত্যয়: ঠাকুর-ঠাকরুন/ ঠাকুরানী।
৬. পুরুষবাচক শব্দের শেষে ঈ থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে নী হয় এবং পূর্বের ঈ 'ই' হয়। যেমন: ভিখারী-ভিখারিনী, গুণী-গুণিনী।
৭. কতকগুলো শব্দের আগে নর, মদ্দা ইত্যাদি পুরুষবাচক শব্দ এবং স্ত্রী, মাদী ইত্যাদি স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন:

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নর/ মদ্দা/ হুলো বিড়াল	মেনি বিড়াল	মদ্দা ঘোড়া	মাদী ঘোড়া	বলদ গরু	গাই গরু
এঁড়ে বাছুর	বকনা বাছুর	মদ্দা হাঁস	মাদী হাঁস	বেটাছেলে	মেয়েছেলে

৮. অনেক সময় আলাদা আলাদা শব্দে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক বোঝায়। যেমন:

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাবা	মা	সাহেব	বিবি	বাদশা	বেগম	শুক	সারী
কর্তা	গিন্নী	বেয়াই	বেয়াইন	কুলি	কামিন	খানসামা	আয়া

- সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়: তৎসম পুরুষবাচক শব্দের পরে আ, ঈ, আনী, নী, ইকা প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়।

১. আ-যোগে:

ক. সাধারণ অর্থে:

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মৃত	মৃতা	বিবাহিত	বিবাহিতা	মাননীয়	মাননীয়া	কনিষ্ঠ	কনিষ্ঠা	প্রথম	প্রথমা
প্রিয়	প্রিয়া	নবীন	নবীনা	চতুর	চতুরা	চপল	চপলা	মলিন	মলিনা

খ. জাতি বা শ্রেণিবাচক অর্থে:

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অজ	অজা	শূদ্র	শূদ্রা	শিষ্য	শিষ্যা	ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া

২. ঈ-প্রত্যয়যোগে:

ক. সাধারণ অর্থে:

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নিশাচর	নিশাচরী	ভয়ংকর	ভয়ংকরী	রজক	রজকী	কিশোর	কিশোরী	চতুর্দশ	চতুর্দশী

খ. জাতি বা শ্রেণিবাচক অর্থে:

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সিংহ	সিংহী	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী	মানব	মানবী
বৈষ্ণব	বৈষ্ণবী	কুমার	কুমারী	ময়ূর	ময়ূরী

৩. ইকা-প্রত্যয়যোগে:

ক. যেসব শব্দের শেষে 'অক্' রয়েছে সে সব শব্দে 'অক্' স্থলে 'ইকা' হয়। যেমন:

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বালক	বালিকা	নায়ক	নায়িকা	সেবক	সেবিকা
অধ্যাপক	অধ্যাপিকা	গায়ক	গায়িকা	লেখক	লেখিকা

খ. ক্ষুদ্রার্থে ইকা যোগে হয়। যেমন:-

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নাটক	নাটিকা	মালা	মালিকা	পুস্তক	পুস্তিকা
গীত	গীতিকা	একাঙ্ক	একাঙ্কিকা	ঘট	ঘটী

৪. পুরুষবাচক শব্দের শেষে ঈ থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে নী হয় এবং পূর্বের ঈ 'ই' হয়। যেমন: অভিসারী-অভিসারিণী, রোগী-রোগিনী।

* কিছু শব্দের লিঙ্গান্তর একাধিক স্ত্রীবাচক শব্দ পাওয়া যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অভাগা	অভাগী/অভাগিনী	সুকেশ	সুকেশা/সুকেশী	মৃগনয়ন	মৃগনয়নী/মৃগনয়না
শ্বশুর	শ্বশ্রু/ শাশুড়ি	চন্দ্রমুখ	চন্দ্রমুখী/ চন্দ্রমুখা	সুনয়ন	সুনয়নী/ সুনয়না
মাতঙ্গ	মাতঙ্গী/ মাতঙ্গিনী	কৃশোদর	কৃশোদরী/ কৃশোদরা	নন্দাই	ননদিনী/ ননদী
চন্দ্রবদন	চন্দ্রবদনী/ চন্দ্রবদনা	সুকণ্ঠ	সুকণ্ঠ/ সুকণ্ঠী	গোপ	গোপী/ গোপিনী
বিহঙ্গ	বিহঙ্গ/ বিহঙ্গিনী	ঠাকুর	ঠাকরুন/ ঠাকুরানী/ ঠাকুরাইন	হেমাঙ্গ	হেমাঙ্গী/ হেমাঙ্গা/ হেমাঙ্গিনী

* কিছু পুরুষবাচক শব্দের লিঙ্গান্তর দুটি স্ত্রীবাচক শব্দ পাওয়া যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
আচার্য	আচার্যা (আচার্যার কর্মে নিয়োজিত)	দেবর	ননদ (দেবরের বোন)
	আচার্যানী (আচার্যের স্ত্রী)		জা (দেবরের স্ত্রী)
শূদ্র	শূদ্রা (শূদ্র জাতীয় স্ত্রীলোক)	বন্ধু	বান্ধবী (মেয়ে বন্ধু)
	শূদ্রাণী (শূদ্রের স্ত্রী)		বন্ধুপত্নী (বন্ধুর স্ত্রী)
ঘোষ	ঘোষজা (কন্যা)	ভাই	বোন
	ঘোষজায়া (স্ত্রী)		ভাবি (ভাইয়ের স্ত্রী)
বর	বধূ/ বউ (বিবাহিত)		
	কনে (অবিবাহিত)		

কিছু কিছু শব্দের লিঙ্গান্তরের ফলে অর্থের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন: অরণ্য - অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য); হিম - হিমানী (জমানো বরফ); বন - বনানী (বৃহৎ বন)।

♦ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্গান্তর:

সম্বোধনের ক্ষেত্রে : কল্যাণীয়েষু - কল্যাণীয়াসু; শ্রদ্ধাস্পদেষু - শ্রদ্ধাস্পদাসু; কল্যাণীবরেষু - কল্যাণীবরাসু।

তা-যোগে স্ত্রীবাচক: কর্তা - কর্ত্রী; শ্রোতা - শ্রোত্রী; নেতা - নেত্রী।

ঈ-যোগে : মনুষ্য- মনুষী; জরত- জরতী।

ইনী-প্রত্যয়যোগে : বিজয়-বিজয়িনী; তেজস্বী-তেজস্বিনী।

ই-প্রত্যয় যোগে : দাদা-দাদি; জেঠা-জেঠি; পাগল-পাগলি।

নি-প্রত্যয় যোগে : জেলে-জেলেনি; ধোপা-ধোপানি; বেদে-বেদেনি।

বিবিধ : সৎ-সতী; মহৎ-মহতী; শূর্পণখ-শূর্পণখা; গুণবান-গুণবতী; বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী; বীর-বীরাঙ্গনা; সভাপতি-সভানেত্রী; পুণ্যবান-পুণ্যবতী; শ্রীমান-শ্রীমতি; পাঠক-পাঠিকা; লোক-স্ত্রীলোক; শ্রমিক-নারী শ্রমিক; ভাইপো-ভাইঝি।

♦ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু লিঙ্গ

১. **নিত্য পুরুষবাচক শব্দ:** কবিরাজ, যোদ্ধা, ঢাকী, কৃতদার, অকৃতদার, পুরোহিত, কেরানী, সরকার, পীর, দরবেশ, মওলানা, সেনাপতি, দলপতি, বিচারপতি, জ্বীন, জামাতা ইত্যাদি।

২. **নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ** : সতীন, সপত্নী, সধবা, সৎমা, ডাইনি, অর্ধাঙ্গিনী, বাইজী, কুলটা, এয়ো, দাই, বিধবা, অসূর্যম্পর্শা, অরক্ষণীয়া, কলঙ্কিনী, পেত্নী, শাকচুন্নি, অপ্সরা, পরী ইত্যাদি।

সংখ্যাবাচক শব্দ

- যে শব্দ দ্বারা সংখ্যা বোঝায়, তাকে গণনা বা সংখ্যাবাচক শব্দ বলে। দূরত্ব, দৈর্ঘ্য, আয়তন, খণ্ড, তাপমাত্রা ইত্যাদি পরিমাপের ক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যাপক ব্যবহার হয়। সংখ্যাবাচক শব্দ দুই প্রকার। যথা: ১. ক্রমবাচক ও ২. পূরণবাচক।

১. ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ:একের পর এক যে সংখ্যাগুলো আসে, সেগুলো ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ। যথা: ১ (এক), ২ (দুই), ৪ (চার), ৫ (পাঁচ), ১৩ (তেরো), ১৪ (চৌদ্দ), ১৬ (ষোলো), ১৮ (আঠারো), ৯ (উনিশ), ২০ (বিশ) ইত্যাদি।
ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দের এক বা একাধিক প্রতিশব্দ রয়েছে। এগুলো কখনো স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হয়, কখনো সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: 'দুই' সংখ্যা শব্দের প্রতিশব্দ দ্বি, দু, দো। 'তিন' সংখ্যাশব্দের প্রতিশব্দ ত্রি, তো।

২. পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ: পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ দিয়ে কোনো সংখ্যার ক্রমিক অবস্থান ও পরিমাণকে বোঝায়। যেমন: 'এক' সংখ্যার ক্রমিক অবস্থান প্রথম, প্রথমা, পহেলা ইত্যাদি। এগুলোকে পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ বলে। পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ তিন প্রকার। যথা:

ক. সাধারণ পূরণবাচক: ক্রমবাচক সংখ্যার পর্যায় বা অবস্থানকে নির্দেশ করতে সাধারণ পূরণবাচক হয়ে থাকে। যেমন: প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ বা এগারোতম ইত্যাদি। সাধারণ পূরণবাচক সংক্ষিপ্ত রূপেও লেখা যায়। যেমন: ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম ইত্যাদি।
১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যার পূর্ণ পূরণবাচক ও সংক্ষিপ্ত পূরণবাচক দুই রকম। যথা: একাদশ (১১শ) ও এগারোতম (১১তম), দ্বাদশ (১২শ) ও বারোতম (১২তম), ত্রয়োদশ (১৩শ) ও তেরোতম (১৩তম), চতুর্দশ (১৪শ) ও চৌদ্দতম (১৪তম), পঞ্চদশ (১৫শ) ও পনেরোতম (১৫তম), ষোড়শ (১৬শ) ও ষোলোতম (১৬তম), সপ্তদশ (১৭শ) ও সতেরোতম (১৭তম), অষ্টাদশ (১৮শ) ও আঠারোতম (১৮তম)। ১৯ থেকে ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার সংক্ষিপ্ত পূরণবাচক শুধু 'তম' প্রত্যয় যোগ করা হয়। যথা: উনিশতম বা ঊনবিংশতিতম (১৯তম), বিশতম বা বিংশতিতম (২০তম), একুশতম বা একবিংশতিতম (২১তম), আটাশতম বা অষ্টাবিংশতিতম (২৮তম), উনপঞ্চাশতম বা ঊনপঞ্চাশতম (৪৯তম), আশিতম বা অশীতিতম (৮০তম), নব্বইতম বা নবতিতম (৯০তম), নিরানব্বইতম বা নবনবতিতম (৯৯তম)।
বাংলা ভাষায় কিছু সাধারণ পূরণবাচক সংখ্যাশব্দের নারীবাচক রূপের ব্যবহার আছে। যেমন: প্রথম থেকে প্রথমা (১মা), দ্বিতীয়া (২য়া), তৃতীয়া (৩য়া), চতুর্থী (৪র্থী), পঞ্চমী (৫মী), ষষ্ঠী (৬ষ্ঠী), সপ্তমী (৭মী), অষ্টমী (৮মী), নবমী (৯মী), দশমী (১০মী), একাদশী (১১শী), দ্বাদশী (১২শী), ত্রয়োদশী (১৩শী), চতুর্দশী (১৪শী), পঞ্চদশী (১৫শী), ষোড়শী (১৬শী), সপ্তদশী (১৭শী), অষ্টাদশী (১৮শী) ইত্যাদি।

খ. তারিখ পূরণবাচক: বাংলা ভাষায় তারিখ নির্দেশ করার জন্য পূরণবাচক সংখ্যাশব্দের সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা: **পহেলা বা পয়লা (১লা), দোসরা (২রা), তেসরা (৩রা), চৌঠা (৪ঠা),** পাঁচই (৫ই), ছয়ই (৬ই), সাতই (৭ই), আটই (৮ই), নয়ই (৯ই), দশই (১০ই), এগারোই (১১ই), বারোই (১২ই), তেরোই (১৩ই), চোদ্দই (১৪ই), পনেরোই (১৫ই), উনিশে (১৯শে), বিশে (২০শে), একুশে (২১শে), বাইশে (২২শে), পঁচিশে (২৫শে), উনত্রিশে (২৯শে), ত্রিশে (৩০শে), একত্রিশে (৩১শে)।

গ. ভগ্নাংশ পূরণবাচক: কখনো পূর্ণসংখ্যার থেকে খানিকটা কম বা খানিকটা বেশি বোঝাতে ভগ্নাংশ পূরণবাচক হয়। যেমন: পোয়া/ সিকি/ চৌথা $\left(\frac{1}{4}\right)$, তেহাই $\left(\frac{1}{3}\right)$, অর্ধ বা আধা $\left(\frac{1}{2}\right)$, দেড় $\left(1\frac{1}{2}\right)$, আড়াই $\left(2\frac{1}{2}\right)$ ইত্যাদি।

দ্বিরুক্ত শব্দ

- দ্বিরুক্ত অর্থ দু'বার উক্ত হয়েছে এমন। একই শব্দ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হলে তাকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। বাংলা ভাষার কোনো কোনো শব্দ, পদ বা অনুকার ধ্বনি একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে পরপর দুইবার ব্যবহার করলে অন্য কোনো নতুন এবং সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। শব্দের এরকম পরপর দুইবার প্রয়োগেই দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হয়। যেমন: আমার জ্বর জ্বর লাগছে (এখানে ঠিক জ্বর নয়, জ্বরের ভাব অর্থে প্রয়োগ হয়েছে)।
- **প্রকারভেদ:** প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত দ্বিরুক্ত শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: ১. শব্দের দ্বিরুক্তি খ. পদের দ্বিরুক্তি গ. ধ্বনাত্মক দ্বিরুক্তি।

১. **শব্দের দ্বিরুক্তি:**
ক. একই শব্দ দুইবার ব্যবহারের মাধ্যমে: বছর বছর, বাড়ি বাড়ি, ফোঁটা ফোঁটা, বড় বড় ইত্যাদি।
খ. একই শব্দের সঙ্গে সমার্থক অন্য একটি শব্দ যোগ করে: ধন-দৌলত, লালন-পালন, খেলাধুলা, খোঁজ-খবর ইত্যাদি।
গ. সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দযোগে: ধনী-গরিব, লেন-দেন, টাকা-পয়সা, দেনা-পাওনা ইত্যাদি।
ঘ. দ্বিরুক্ত শব্দের দ্বিতীয় শব্দের আংশিক পরিবর্তনের মাধ্যমে: মিট-মাট, বকা-ঝকা, রকম-সকম, তোড়-জোড় ইত্যাদি।

- **যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত শব্দের গঠন:** একই শব্দ ঈষৎ পরিবর্তন করে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠনের রীতিকে বলে যুগ্মরীতি। যেমন:

শব্দের আদি স্বরের পরিবর্তন করে।	উদাহরণ: চুপচাপ, মিটমাট, জারিজুরি।
শব্দের অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন করে।	উদাহরণ: মারামারি, হাতাহাতি, জেদাজেদি, সরাসরি।
দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সময় ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন করে।	উদাহরণ: ছটফট, নিশপিশ, ভাতটাত।
সমার্থক বা একার্থক সহচর শব্দযোগে।	উদাহরণ: চালচলন, রীতিনীতি, ভয়ডর।
ভিন্নার্থক শব্দযোগে।	উদাহরণ: ডালভাত, তালাচাবি, পথঘাট, অলিগলি।
বিপরীতার্থক শব্দযোগে।	উদাহরণ: ছোটবড়, আসা-যাওয়া, জন্ম-মৃত্যু, আদান-প্রদান।

২. **পদের দ্বিরুক্তি:**

ক. দুটি পদে একই বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়, শব্দ দুটি ও বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন: ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে। দেশে দেশে ধন্য ধন্য করতে লাগল। মনে মনে আমিও এ কথাই ভেবেছি।

খ. দ্বিতীয় পদের আংশিক ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পদ ও বিভক্তি অবিকৃত থাকে। যেমন: চোর হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

♦ পদের দ্বিরুক্তির/ দ্বিত্বের প্রয়োগ:

১. বিশেষ্য পদের বিশেষণ রূপ:

ক. আধিক্য বোঝাতে: রাশি রাশি ধন, ধামা ধামা ধান।

খ. সামান্য বোঝাতে: আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি। দেখেছ তার কবি কবি ভাব।

গ. ধারাবাহিকতা বোঝাতে: তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। তুমি বাড়ি বাড়ি হেঁটে চাঁদা তুলছ।

ঘ. ক্রিয়া বিশেষণ: ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।

ঙ. আগ্রহ বোঝাতে: ও দাদা দাদা বলে কাঁদছে।

চ. অনুরূপ কিছু বোঝাতে: তার সঙ্গী-সাথী কেউ নেই।

২. বিশেষণের বিশেষ্য রূপ:

ক. আধিক্য বোঝাতে: ভাল ভাল আম নিয়ে এসো। ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল।

খ. সামান্য বোঝাতে: উড়ু উড়ু ভাব। কাল কাল চেহারা।

গ. তীব্রতা বোঝাতে: গরম গরম জিলাপি। নরম নরম হাত।

৩. সর্বনাম শব্দ:

ক. আধিক্য বোঝাতে: সে সে লোক গেল কোথায়? কে কে এলো? কেউ কেউ বলে।

৪. ক্রিয়াবাচক শব্দ:

ক. বিশেষণ রূপ: এ দিকে রোগীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নেই নেই ভাব গেল না।

খ. স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে: দেখতে দেখতে আকাশ কাল হয়ে এলো।

গ. ক্রিয়া বিশেষণ: দেখে দেখে যেও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কীভাবে?

ঘ. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে: ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি।

৫. অব্যয়ের দ্বিরুক্তি/ দ্বিত্ব:

ক. ভাবের গভীরতা বোঝাতে: ছি ছি! তুমি কী করেছে? তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল।

খ. অনুভূতি বোঝাতে: ভয়ে গা ছম ছম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।

গ. বিশেষণ বোঝাতে: পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।

ঘ. ধ্বনিব্যঞ্জনা: ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

ঙ. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে: বার বার সে কামান গর্জে উঠল।

৩. **ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি শব্দ:**

কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুকৃতিবিশিষ্ট শব্দের রূপকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। যেমন:

১. মানব-ধ্বনির অনুকার: ভেউ ভেউ (মানুষের উচ্চ স্বরে কান্নার ধ্বনি)। এরূপ- ট্যাট্যা, হিহি।

২. অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির অনুকার: কুট কুট (শরীরে কামড় লাগার মত অনুভূতি), পিট পিট, মিন মিন, ঝি ঝি, ঝিকিমিকি (ঔজ্জ্বল্য), ঠা ঠা (রোদের তীব্রতা)।

৩. জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকার: ঘেউ ঘেউ (কুকুরের ধ্বনি), মিউ মিউ, কুহু কুহু, কা কা ইত্যাদি।

৪. বস্তুর ধ্বনির অনুকার: ঘচাঘচ (ধান কাটার শব্দ), মড়মড় (গাছ ভেঙ্গে পড়ার শব্দ), ঝমঝম (বৃষ্টি পড়ার শব্দ), হু হু (বাতাস প্রবাহের শব্দ)।

♦ ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার

১. বিশেষ্য: বৃষ্টির ঝম্‌ঝমানি আমাদের অতিষ্ঠ করে তোলে।

২. বিশেষণ: নামিল নভে বাদল ছলছল্ বেদনায়।

৩. ক্রিয়া: কল্‌কলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ।

৪. ক্রিয়া বিশেষণ: চিকচিক্ করে বালি কোথা নাই কাদা।

♦ বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিরুক্ত শব্দ

১. ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো। (সতর্কতা)

২. ফুলগুলো তুই আনরে বাছা বাছা। (ভাবের প্রগাঢ়তা)

৩. থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে। (কালের বিস্তার)

৪. লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান। (আধিক্য)

বচন

- বচন অর্থ সংখ্যার ধারণা। বচন দু'প্রকার- ১. একবচন ও ২. বহুবচন। কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচনভেদ হয়।

১. **একবচন** : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একটি মাত্র সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে একবচন বলে। যেমন- **মেয়েটি** স্কুলে যায়নি। **শিক্ষক** ক্লাসে এসেছেন।

২. **বহুবচন** : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একের অধিক অর্থাৎ বহু সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে বহুবচন বলে। যেমন: **তারা** গেল। **মাঝিরা** নৌকা চালায়।

- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত একবচন ও বহুবচন বাচক শব্দ:

একবচনবাচক শব্দ	টা, টি, খানা, খানি।
বহুবচনবাচক শব্দ	রা, এরা, গুলা, গুলি, গুলো, দিগ, দের প্রভৃতি যুক্ত হয় এবং সব, সকল, সমুদয়, কূল, বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি প্রভৃতি সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়।

- বহুবচন করার নিয়মসমূহ:

১. উন্নত প্রাণিবাচক (মানুষ) শব্দের মানী পক্ষ বোঝাতে বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ:
গণ: দেবগণ, নরগণ, জনগণ, সদস্যগণ, সচিবগণ
বৃন্দ: সুধীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, দর্শকবৃন্দ।
মণ্ডলী: নির্বাচকমণ্ডলী, শিক্ষকমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী, সুধীমণ্ডলী।
বর্গ: পণ্ডিতবর্গ, মন্ত্রিবর্গ।

২. অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ:

পুঞ্জ	: মেঘপুঞ্জ, দ্বীপপুঞ্জ	**গুচ্ছ**	: কবিতাগুচ্ছ, কেশগুচ্ছ
মালা	: পর্বতমালা, বর্ণমালা, মেঘমালা	**দাম**	: কুসুমদাম, শৈবালদাম
রাশি	: বালিরাশি, জলরাশি	**নিকর**	: কমলনিকর
রাজি	: তারকারাজি, বৃক্ষরাজি	**নিচয়**	: কুসুমনিচয়
আবলি	: পুস্তকাবলি, পদাবলি, রচনাবলি, নিয়মাবলি	**গ্রাম**	: গুণগ্রাম

৩. প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ:
কুল: কবিকুল, পক্ষিকুল, মাতৃকুল, বৃক্ষকুল
সকল: পর্বতসকল, মনুষ্যসকল
সব: ভাইসব, পাখিসব
সমূহ: বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ, গ্রন্থসমূহ

৪. 'রা' কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে পাওয়া যায়। যেমন: শিক্ষকেরা জ্ঞান দান করেন।

৫. সময় সময় কবিতা ও অন্যান্য প্রয়োজনে অপ্রাণী ও ইতর প্রাণীবাচক শব্দেও রা, এরা, যুক্ত হয়। যেমন: কাকেরা এক বিরাট সভা করল।

৬. গুলা, গুলি, গুলো, প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয়। যেমন- **অতগুলো** কুমড়া দিয়ে কী হবে? **আমগুলো** টক। **ময়ূরগুলো** পুচ্ছ নাড়িয়ে নাচছে।

৭. পাল ও যূথ শব্দ দুটি কেবল জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন: রাখাল **গরুর পাল** লয়ে যায় মাঠে। **হস্তিযূথ** মাঠের ফসল নষ্ট করছে।

৮. বহুবচনের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য:

ক. রা, এরা, গুলো, গুলি, দের ইত্যাদি লগ্নক যুক্ত হলে শব্দটির বহুবচন হয়। যেমন: রা (ছাত্ররা, ধনীরা); এরা (ভাইয়েরা, শিক্ষকেরা); গুলো (ফুলগুলো, গরুগুলো); গুলি (বইগুলি, ঘরগুলি), দের (ছেলেদের, মেয়েদের)।

খ. বিশেষ্য শব্দের এক বচনের ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন: **সিংহ** বনে থাকে (এখানে সিংহ একবচন ও বহুবচন দুইই বোঝায়) এ **পোকার** আক্রমণে ফসল নষ্ট হচ্ছে (বহুবচন)। **মানুষ** মরণশীল। বনে **বাঘ** বাস করে।

গ. একবচনাত্মক বিশেষ্যের পূর্বে অজস্র, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, ঢের, অঢেল ইত্যাদি বহুত্ববোধক শব্দ বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ করেও বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন: **অজস্র** লোক, **অনেক** ছাত্র, বিস্তর টাকা, **বহু** মেহমান, **নানা** কথা, **ঢের** খরচ, **অঢেল** টাকা।

ঘ. অনেক সময় বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগেও বহুবচন সাধিত হয়। যেমন: **হাঁড়ি হাঁড়ি** সন্দেশ। **কাঁড়ি কাঁড়ি** টাকা। **পাকা পাকা** আম। **লাল লাল** ফুল।

ঙ. কতিপয় বিদেশি শব্দে, সে ভাষার অনুসরণে বহুবচন হয়। যেমন: **আন যোগে:** বুজুর্গ-বুজুর্গান, সাহেব-সাহেবান।

চ. বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন: **মেয়েরা** কানাকানি করছে। এটাই **করিমদের** বাড়ি। **রবীন্দ্রনাথরা** প্রতিদিন জন্মায় না। **সকলে** সব জানে। বাজারে **লোক** কম। **মৌমাছি** মৌচাক বানায়। সমাজে **নারীর** ক্ষমতায়ন নিয়ে তিনি গবেষণ করছেন।

পদাশ্রিত নির্দেশক

- পদাশ্রিত নির্দেশকের অপর নাম পদাশ্রিত অব্যয়।
- বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকের বিভিন্নতা প্রযুক্ত হয়।

ক. একবচনে- টা, টি, খানা, গাছা, গাছি ইত্যাদি নির্দেশক ব্যবহৃত হয়। যেমন- কাপড়খানা, লাঠিগাছা, চুড়িগাছি ইত্যাদি।

খ. বহুবচনে- গুলি, গুলা, গুলো, গুলিন প্রভৃতি নির্দেশক প্রত্যয় সংযুক্ত হয়।

♦ পদাশ্রিত নির্দেশকগুলো নিম্নোক্ত চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়-

১. অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক: 'এক' এর সাথে টা, টি, খানা, খানি যুক্ত হলে সর্বদা অনির্দিষ্টতা বুঝায়। যেমন: একটি ফটোগ্রাফ, একটি তুলসী গাছের কাহিনী, একটি দেশ। কিন্তু 'এক' ব্যতীত অন্য সংখ্যার সাথে টা, টি হলে নির্দিষ্টতা বুঝায়। যেমন: তিনটি বছর, দশটা টাকা।

২. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : বিশেষ অর্থে- কেতা, তা, পাটি নির্দিষ্টতাজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়। যেমন: কেতা- এ তিনকেতা জমির দাম দশ হাজার টাকা মাত্র। দশ টাকার পাঁচকেতা নোট। তা- দশ তা কাগজ দাও। পাটি- আমার একপাটি জুতো ছিঁড়ে গেছে।

৩. সুনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : নির্দেশক সর্বনামের (এ, ও, সেই) পরে টা, টি যুক্ত হলে সর্বদা সুনির্দিষ্টতা বুঝায়। যেমন: এটা নয়, ওটা আ, সেইটিই ছিল আমার প্রিয় কলম।

৪. নিরর্থকতাজ্ঞাপক : কখনো কখনো টা, টি যুক্ত হলে নিরর্থকতা বুঝায়। যেমন- সারাটি সকাল তোমার আশায় বসে আছি। ন্যাকামিটা এখন রাখ। এছাড়া, কিছু পদাশ্রিত নির্দেশক আছে যা নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা উভয় বুঝায়।

ক. গোটা- 'গোটা' বচনবাচক শব্দটির আগে বসে এবং খানা, খানি পরে বসে। এগুলো নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট দুই অর্থেই প্রযোজ্য। 'গোটা' শব্দ আগে বসে এবং সংশ্লিষ্ট পদটি নির্দিষ্টতা না বুঝিয়ে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন- গোটা দেশটাই গোল্লায় গেছে। গোটা দুই আম আর গোটা সাতেক জাম চেয়েছি (অনির্দিষ্ট)। দুখানা কলম চেয়েছি (নির্দিষ্ট)। কিন্তু কবিতায় বিশেষ অর্থে 'খানি' নির্দিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়। যথা: 'আমি অভাগা এনেছি বহিয়া নয়নজলে ব্যর্থ সাধনখানি।'- রবীন্দ্রনাথ (সাধনা)।

খ. টাক/ টুক, টুকু, টো ইত্যাদি নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা উভয়ই বুঝায়। ১. এতটুকু তারে এনেছিনু ঘরে সোনার মতন মুখ (অনির্দিষ্টতা)। ২. সবটুকু ওষুধই খেয়ে ফেলো (নির্দিষ্টতা)।

উপসর্গ

♦ বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলো অন্য শব্দের আগে বসে। এর প্রভাবে শব্দটির কয়েক ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন:

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়।
২. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে।
৩. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয়।
৪. শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

এই ধরনের অব্যয়সূচক শব্দাংশের নাম উপসর্গ। যেমন-'কাজ' একটি শব্দ। এর আগে 'অ' অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় 'অকাজ' যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোন অর্থবাচকতা নেই। অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃজনের ক্ষমতা থাকে।

♦ বাংলা ভাষায় তিন ধরনের উপসর্গ আছে। যথা: ১. বাংলা উপসর্গ, ২. তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ, ৩. বিদেশি উপসর্গ।

♦ **বাংলা উপসর্গ:** খাঁটি বাংলা বা দেশি উপসর্গ একুশটি। যথা: অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, ঊন (উনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

♦ **বাংলা উপসর্গের প্রয়োগ:**

উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ	উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
অ	অনুচিত	অকাজ	কু	নিন্দনীয়	কুকাজ
	অল্প	অবোধ		অসৎ	কুপথ
অঘা	বোকা	অঘারাম, অঘাচণ্ডী	নি	অতিশয়	নিদারুণ
অজ	নিতান্ত (মন্দ/ প্রত্যন্ত)	অজমূর্খ, অজপাড়াগাঁ, অজপুকুর		নেই এমন	নিখাদ
অনা	ছাড়া/ বাজে	অনাচার, অনাসৃষ্টি	পাতি	ক্ষুদ্র	পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু
	অশুভ	অনামুখো	বি	ভিন্নতা/ নিন্দনীয়	বিপথ, বিভূঁই
আ	অভাব	আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি	ভর	পূর্ণতা	ভরপেট, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যে
	ইষৎ	আরক্ত		চূড়ান্ত	ভরজোয়ার
	সদৃশ	আখাম্বা	রাম	বড়/ উৎকৃষ্ট	রামছাগল, রামদা
আড়	বক্র	আড়চোখে, আড়নয়নে	স	সম্পূর্ণ	সঠিক
আন	বিক্ষিপ্ত	আনমনা, আবডাল	সা	উৎকৃষ্ট	সাজোয়ান, সাজিরা
আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া, আবডাল	সু	উত্তম	সুনাম, সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুকাজ
ইতি	পুরনো	ইতিহাস, ইতিকথা	হা	অভাব	হাভাতে
ঊন	কম	ঊনপাঁজুরে, ঊনিশ	কদ	গৌণ	কদবেল

♦ **তৎসম উপসর্গ:** তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ বিশটি। যথা: প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

♦ তৎসম উপসর্গের প্রয়োগ:

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ	উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
প্র	খ্যাতি	প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব	দুঃ (দুর্/ দুস্)	মন্দ	দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম, দুর্দিন
	প্রকৃষ্ট	প্রগতি		মন্দ	দুঃশাসন
	প্রচণ্ড	প্রকোপ		অধিক	দুর্মূল্য
পরা	বিপরীত	পরাজয়, পরাভব		অল্প	দুষ্প্রাপ্য
	অতিশয়	পরাবাস্তব	সু	সহজ	সুগম, সুলভ, সুসাধ্য
অপ	বিপরীত	অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ		চমৎকার	সুকৌশল
	বিকৃত	অপমৃত্যু, অপসংস্কৃতি	উৎ	ঊর্ধ্বে	উৎক্ষেপণ
	মন্দ	অপকর্ম		পরিত্যক্ত	উদ্বাস্তু
সম	একত্র	সংযোজন	অধি	কর্তৃত্ব	অধিকার
	অভিমুখে	সম্মুখ		মধ্যে	অধিবাসী
অব	অল্পতা	অবশেষ, অবসান	পরি	শেষ	পরিশেষ
	বিশেষ	অবদান		চতুর্দিক	পরিভ্রমণ, পরিমণ্ডল
	অল্প	অবগুণ্ঠন		সম্পূর্ণ	পরিত্যাগ
অনু	পশ্চাৎ	অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ		বিরুদ্ধে	পরিপন্থী
	সাদৃশ্য	অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার	প্রতি	পাল্টা	প্রতিহিংসা
	পিছনে	অনুগমন		তুল্য	প্রতিধ্বনি
	তুল্য	অনুরূপ	উপ	ক্ষুদ্র	উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা
নিঃ (নির্/ নিস)	অভাব	নিরাশ্রয়, নির্ধন, নিরহঙ্কার		নিকট	উপকূল
	পুরোপুরি	নিঃশেষ		সম্যক	উপভোগ
	নেই এমন	নির্ধন, নিস্তরঙ্গ	অভি	সম্মুখ/ দিক	অভিমুখ, অভিবাদন
	বাইরে	নির্গমন		উত্তম	অভিজাত
অপি	অতিরিক্ত	অপিনিহিতি			

♦ বিভিন্ন বিদেশী উপসর্গ নিম্নে আলোচিত হলো:

	উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
ফারসি উপসর্গ	কার	কাজ	কারসাজি, কারখানা, কারবার, কারদানি
	দর্	মধ্যস্থ, অধীন	দরপত্তনী, দরপাট্টা, দরদালান
	না	না	নারাজ, নাচার, নাখোশ, নামঞ্জুর, নালায়েক
	নিম	আধা/অর্ধেক	নিমরাজি
	বদ্	মন্দ	বদরাগী, বদমাশ, বদহজম, বদনাম, বজ্জাত
		উগ্র	বদমেজাজ
		নিন্দনীয়	বজ্জাত
	বে	না	বেকার, বেআদব, বেকায়দা, বেকসুর, বেআক্কেল, বেগতিক, বেতার
		বহির্ভূত	বেআইন
	বর	বাইরে/ মধ্যে	বরখাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ, বরদাস্ত
	কম	স্বল্প	কমজোর, কমবখত
আরবি উপসর্গ	আম	সাধারণ	আমদরবার, আমমোক্তার
	খাস	বিশেষ	খাসমহল, খাসকামরা
	লা	না	লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাপাত্তা, লাওয়ারিশ
	গর	অভাব	গরমিল, গরহাজির, গররাজি
		ভিন্ন	গরঠিকানা
ইংরেজি উপসর্গ	ফুল	পূর্ণ	ফুল-বাবু, ফুল-হাতা
	হাফ	আধা	হাফ-টিকেট, হাফ-হাতা
	হেড	প্রধান	হেড-অফিস, হেড-পণ্ডিত, হেড-মাস্টার, হেড-মৌলভি
	সাব	অধীন	সাব-জজ, সাব-অফিস, সাব-ইন্সপেক্টর
উর্দু-হিন্দি উপসর্গ	হর	প্রত্যেক	হররোজ, হরমাহিনা, হরহামেশা, হরকিসিম

মঙ্গলকাব্য

- বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক কর্তৃক আদেশ লাভ। 'মঙ্গল' শব্দের অর্থ কল্যাণ। যে কাব্যে দেবতার আরাধনা বা মাহাত্ম্য-কীর্তন করা হয়; যে কাব্য শ্রবণ করলেও মঙ্গল হয় বা ঘরে রাখলেও মঙ্গল হয় অথবা এক মঙ্গলবার শুরু হতো এবং পরবর্তী মঙ্গলবার শেষ হতো, তাকেই বলা হয় মঙ্গলকাব্য। মূলত, লৌকিক দেব-দেবী নিয়ে রচিত কাব্যই মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য: দেব-দেবীর গুণগান। এতে স্ত্রী দেবতাদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কাব্যগুলোর নামকরণ করা হত যে দেবতার পূজা প্রচারের জন্য কাব্যটি রচিত সে দেবতার নামানুসারে।
- মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য: বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যই মঙ্গলকাব্য। নিম্নে এর সাধারণ লক্ষণ/ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচিত হলো:
  ১. প্রায় সব কবি স্বপ্নে দেবতার নির্দেশ পেয়ে কাব্যরচনা করেছেন।
  ২. মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকারা সবাই শাপভ্রষ্ট দেবতা, শাপান্তে স্বর্গে ফিরে যান।
  ৩. মর্ত্যে পূজা প্রচারের সময় দেবতাদের আচরণ মানুষের মতো।
- মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা ৩টি। যথা: ক. মনসামঙ্গল, খ. চণ্ডীমঙ্গল গ. অন্নদামঙ্গল।
- মঙ্গলকাব্যের অংশ : একটি সম্পূর্ণ মঙ্গলকাব্যে ৫টি অংশ থাকে। যথা- বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখণ্ড, মর্ত্যখণ্ড এবং শ্রুতিফল।
- মঙ্গলকাব্য প্রধানত ২ প্রকার। যথা:
  ক. পৌরাণিক শ্রেণি : গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি।
  খ. লৌকিক শ্রেণি : শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, সারদামঙ্গল ইত্যাদি।

♦ মনসামঙ্গল:

- সাপের দেবী মনসাকে কেন্দ্র করে যে কাব্যগুলো রচিত হয়েছে তাই মনসামঙ্গল। মনসার অপর নাম কেতকা বা পদ্মা। তাই মনসামঙ্গল কাব্যের অপর নাম কেতকামঙ্গল বা পদ্মপুরাণ।
- বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ধারার আদি ও প্রাচীনতম ধারা- মনসামঙ্গল।
- মনসামঙ্গলের আদি কবি- কানাহরি দত্ত।
- মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্ত: মনসামঙ্গল কাব্যের প্রতিনিধিস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ কবি হলেন বিজয়গুপ্ত। বরিশাল জেলার ফতেহাবাদের ফুল্লশ্রী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সুস্পষ্ট সন- তারিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। তাঁর রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগ্রন্থের একটি অংশের নাম 'পদ্মপুরাণ'। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলে ১৪৯৪ সালে তিনি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।
- মনসামঙ্গলের জনপ্রিয়তার জন্য বিভিন্ন কবির রচিত কাব্য থেকে বিভিন্ন অংশ সংকলিত করে যে পদসংকলন রচনা করা হয়েছিল তাই বাংলা সাহিত্যে বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা নামে পরিচিত।
- 'বারোমাসী' বা 'বারোমাস্যা': 'বারোমাসী' বা 'বারোমাস্যা' শব্দের অর্থ পুরো এক বছরের বিবরণ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লৌকিক কাহিনী বর্ণনায় নায়ক-নায়িকাদের বারো মাসের সুখ-দুঃখের বিবরণ প্রদানের রীতি দেখা যায়, একেই 'বারোমাসী' বা 'বারোমাস্যা' বলে।
- প্রধান চরিত্র: চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর।

♦ চণ্ডীমঙ্গল:

- চণ্ডীমঙ্গল আদিকবি- মানিক দত্ত (চতুর্দশ শতকের কবি)।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি: মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি)। তিনি ষোল শতকের কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল'। তাঁকে দুঃখ বর্ণনায় কবি হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর রচনার স্বীকৃতিস্বরূপ জমিদার রঘুনাথ রায় 'কবিকঙ্কন' উপাধি প্রদান করেন। মুকুন্দরামের জনপ্রিয় কাহিনীকাব্য 'কালকেতু উপাখ্যান'।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের স্বভাব কবি- দ্বিজ মাধব (সারদামঙ্গল-১৫৭৯)।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের খণ্ড: দুটি খণ্ডে বিভক্ত। যথা-
  প্রথম খণ্ড : আখেটিক বা ব্যাধ কালকেতু ফুল্লরার কাহিনি।
  দ্বিতীয় খণ্ড: বণিক বা ধানমন্ডি সওদাগরের কাহিনি। প্রধান চরিত্র: কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি, ভাঁড়ুদত্ত প্রমুখ। চণ্ডিমঙ্গল কাব্যের উপাস্য 'চণ্ডী' ছিলেন শিবের স্ত্রী।

♦ অন্নদামঙ্গল:

- অন্নদামঙ্গল ধারার প্রধান কবি- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-১৭৬০)। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি এবং মঙ্গলযুগের শেষ কবি। তিনি নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' (১৭৫২-৫৩) রচনা করেন। 'সত্য পীরের পাঁচালী' (১৭৩৭-৩৮) তাঁর রচিত অন্যতম গ্রন্থ। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে। 'রায়গুণাকর' ভারতচন্দ্রের উপাধি।

- এ কাব্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। যথা- ১. শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল ২. বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল ৩. মানসিংহ-ভবানন্দ অন্নদামঙ্গল। [এ তিনটি খণ্ডেই দেবী অন্নদার বন্দনা আছে]
- বিখ্যাত চরিত্র- ঈশ্বরী পাটনী।
- গুরুত্বপূর্ণ উক্তি:

১. আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।
২. বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।
৩. কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।
৪. হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।
৫. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

♦ **ধর্মমঙ্গল:**

- ধর্মঠাকুর পুরুষ। ধর্মঠাকুরকে পূজার উদ্দেশ্যে এ কাব্য লেখা হয়।
- আদিকবি: ময়ূরভট্ট (হাকন্দপুরাণ)।
- শ্রেষ্ঠ কবি: ঘনরাম চক্রবর্তী (শ্রী ধর্মমঙ্গল)।
- কাব্যের দুটি কাহিনী: ১. রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি। ২. লাউসেনের কাহিনি।

♦ **কালিকামঙ্গল:**

- দেবী কালীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক গ্রন্থ। এ কাব্য 'বিদ্যাসুন্দর' নামেও অভিহিত যা সাবিরিদ খান কর্তৃক রচিত।
- আদি কবি: কবি কঙ্কন।
- অন্যতম কবি: সাবিরিদ খান, রামপ্রসাদ সেন, গোবিন্দ দাস।

কাব্যের নাম	রচয়িতাগণ	প্রধান চরিত্র
মনসামঙ্গল	কানাহরি দত্ত, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ বংশীদাস।	চাঁদ সওদাগর, বেহুলা (পুত্রবধু), লখিন্দর (পুত্র), মনসা (সাপের দেবী)।
চণ্ডীমঙ্গল	মানিক দত্ত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দ্বিজ মধাব (স্বভাবকবি)।	ফুল্লরা, কালকেতু, ধনপতি, ভাঁড়ুদত্ত (ষড়যন্ত্রকারী), মুরারি শীল (ঠগ)।
আন্নদামঙ্গল	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।	ঈশ্বরী পাটনী, হিরামালিনী।
ধর্মমঙ্গল	ময়ূর ভট্ট, রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, শ্যাম পণ্ডিত।	হরিশচন্দ্র, লাউসেন

অনুবাদ সাহিত্য

- মধ্যযুগের কবিরা পয়ার ছন্দে অনুবাদ সাহিত্য ভাবানুবাদ করতেন। পুরাণ কাহিনীগুলো মূলত অনুবাদ করতে হিন্দু কবিরা আর মুসলমান কবিরা ফারসি, হিন্দি সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন। কবিরা মূল কাহিনী ঠিক রেখে মাঝে মাঝে নিজেদের মনের কথা অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
  ১. অনুবাদ সাহিত্যে হিন্দু লেখকদের অনুবাদকৃত সাহিত্যের নাম 'সাহিত্যের কথা'।
  ২. মুসলমান সাহিত্যিকদের অনুবাদকৃত সাহিত্যের নাম 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান'।

♦ **মহাভারত:**

- মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রাচীন মহাকাব্য।
- পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মহাকাব্য হলো মহাভারত।
- কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যস মহাভারত রচনা করেছেন।
- মহাভারতে ১৮টি খণ্ড আছে ও ৮৫০০০ শ্লোক আছে।
- বাংলা ভাষায় মহাভারত প্রথম অনুবাদ কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তিনি পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি অনুবাদ করেন বলে এর নামকরণ করেন- 'পরাগলী মহাভারত'। তিনি মহাভারতের সারসংক্ষেপ অনুবাদ করেন।
- ছুটিখানী মহাভারত এর রচয়িতা- শ্রীকর নন্দী।
- মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাস।
- মহাভারতে যুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল ১৮ দিন।
- মহাভারত কথাটির অর্থ- 'ভারত বংশের উপাখ্যান'।

♦ **রামায়ণ:**

- সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ন। এটি রচনা করেন বাল্মীকি। তাঁর মূল নাম: দস্যু রত্নাকর। এটি ২৪ হাজা শ্লোকে রচিত এবং ৭টি কাণ্ডে বিভক্ত (আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড)। শ্লোকগুলো ৩২ অক্ষরযুক্ত 'অনুষ্টুপ' বলে রচিত। এ কাব্যের উপজীব্য হল বিষ্ণুর অবতার রামের জীবনকাহিনী 'বল্মীক' শব্দের অর্থ উইপোকা। দস্যু রত্নাকর উইপোকার ঢিবির উপর বসে রাম নামের তপসা করতে বলে তার নাম হয় বাল্মীকি।
- রামায়ণের প্রথম অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা। গিয়াসউদ্দীন আজম মাহ এর নির্দেশে ও সহায়তায় কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন। তিনি পনেরো শতকের কবি।
- রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদক চন্দ্রাবতী তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

♦ **ভাগবত:**

- 'ভাগবত' একটি ভক্তিবাদী গ্রন্থ, যা হিন্দুদের মহাপুরাণ হিসেবে পরিচিত। বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার কৃষ্ণের প্রতি গভীর ভক্তিই এ পুরাণের আলোচ্য বিষয়। হিন্দু পৌরাণিক সাহিত্যের অনেক কাহিনীর মধ্যে বিষ্ণুর ২৪ জন অবতারের কাহিনী ভাগবত পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। এটি ১২টি খণ্ড ও ৬২০০০ শ্লোকে লিপিবদ্ধ। এর রচনাকাল নবম-দশম শতাব্দী। এটিই প্রথম হিন্দু পুরাণ, যা ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
- এটি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (১৪৮০) নামে বাংলায় অনুবাদ করেন মালাধর বসু। এ অনুবাদের জন্য রুকনুদ্দিন বরবক শাহ তাকে 'গুণরাজ খান' উপাধি প্রদান করেন। [অষ্টাদশ শতকের কবি শিবানন্দ করের উপাধিও ছিল 'গুণরাজ খান'।]

♦ **মুসলিম কর্তৃক অনুবাদ এবং মুসলিম সাহিত্য:**

- বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা হয় মধ্যযুগে। মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে আসে সুলতানি আমলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যান। তবে এগুলো মৌলিক সাহিত্য ছিল না, অনুবাদ ছিল। নিম্নে কবি ও কাব্যগুলোর আলোচনা করা হলো-
- মধ্যযুগের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি।
- তাঁর অনূদিত 'ইউসুফ-জোলেখা' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রণয়োপাখ্যান।
- তিনি ছিলেন গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের সভাকবি।
- ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের পটভূমি ছিল ইরান।
- ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের বিষয়বস্তু ইউসুফ ও জোলেখার প্রণয়কাহিনী। কাব্যের আরম্ভে আল্লাহ ও রাসুলের বন্দনা, মাতাপিতা ও গুরুজনের প্রশংসা এবং রাজবন্দনা স্থান পেয়েছে। তৈমুস বাদশাহের কন্যা জোলেখা আজিজ মিশরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও ক্রীতদাস ইউসুফের প্রতি গভীরভাবে প্রেমাসক্ত হন। নানাভাবে আকৃষ্ট করেও তিনি ইউসুফের বশীভূত করতে পারেন নি। বহু ঘটানোর মধ্য দিয়ে ইউসুফ মিশরের অধিপতি হন। ঘটনাক্রমে জোলেখা তখনও তার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেন নি এবং পরে ইউসুফের মনেরও পরিবর্তন ঘটে। ফলে তাদের মিলন হয়। কাব্যের এই প্রধান কাহিনীর সাথে আরও অসংখ্য উপকাহিনী স্থান পেয়েছে।

- আব্দুল হাকিম: আব্দুল হাকিম ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের ভুলুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আঠারো শতকের কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুবাদগ্রন্থ- নূরনামা, কারবালা, ইউসুফ জোলেখা।
- নূরনামা কাব্যের বিখ্যাত উক্তি: 'যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
  সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।'

♦ **অন্যান্য কবির কাব্য:**

সৈয়দ হামজা: হাতেম তাঈ, জয়গুণের পুঁথি।
ফকির গরীবুল্লাহ: আমীর হামজা, ইউসুফ জোলেখা।
ফকির গরীবুল্লাহের বিশেষত্ব: 'জঙ্গনামা' কাব্যের রচয়িতা। পুঁথিসাহিত্য বা দোভাষী পুঁথি বা বটতলার তাকে পুঁথির জনক বলা হয়।

- দৌলত উজির বাহরাম খাঁ: তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'লাইলি মজনু'। তিনি পার্সিয়ান কবি জামির 'লায়লা ওয়া মজনুন' থেকে এটি বাংলা অনুবাদ করেন। এর উৎস আরবি লোকগাঁথা।
- লায়লী মজনু কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপ: আমিরপুত্র কয়েস বণিককন্যা লায়লার প্রেমে পাগলপ্রায় হয়। লায়লীও কয়েসকে ভালোবাসে কিন্তু তাকে বিয়ে দেয়া হয় অন্যত্র, তারপরও উভয়ের আকর্ষণ এতোই তীব্র থাকে যে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার সমাপন ঘটে।

♦ **আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য:**

- বাংলা সাহিত্যে আরাকানকে বলা হয় 'রোসাঙ্গ'। সপ্তদশ শতকে ও অঞ্চল বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক প্রসারে বিশেষ অবদান রাখে।

সাহিত্যিক	সাহিত্যকর্ম
দৌলত কাজী	'সতীয়মান ও লোরচন্দ্রানী' (১৬৫৯)।
আলাওল	'পদ্মাবতী', 'হপ্তপয়কর', 'সিকান্দরনামা', 'তোহফা' (নীতিকাব্য), 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান'।
কোরেশী মাগন ঠাকুর	'চন্দ্রাবতী'
আবদুল হাকিম	'নসীহৎনামা', 'নূরনামা'

- **দৌলতকাজী:**

১. আরাকান রাজসভার আদিকবি ও প্রথম বাঙালি কবি দৌলত কাজী।
২. তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যের নাম 'সতীয়ময়না ও লোরচন্দ্রানী'। এটি হিন্দি কবি সাধনের 'মৈনাসত' কাব্য অবলম্বনে তিন খণ্ডে রচিত।

- **আলাওল:**
- মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি আলাওল।
- পদ্মাবতী তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।
- মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি ভাষায় রচিত 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে আলাওল 'পদ্মাবতী' (১৬৪৮) রচনা করেন।
- 'পদ্মাবতী কাব্যে পদ্মাবতীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী শুক পাখিটির নাম- হীরামন।

♦ **জীবনী সাহিত্য:**

- জীবনী সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে 'শ্রীচৈতন্যদেব'কে কেন্দ্র করে।
- চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থ- মুরারি গুপ্তের কড়চা।
- 'বৃন্দাবন দাস' রচিত বাংলায় চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থ- 'চৈতন্য-ভাগবত'।

♦ **নাথ সাহিত্য:**

- বৌদ্ধ ধর্মমতের সাথে শৈবধর্ম মিশে- 'নাথ ধর্ম' এর উদ্ভব
- নাথ সাহিত্যের আদি কবি 'শেখ ফয়জুল্লাহ' এবং তাঁর নাথ ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্যের নাম 'গোরক্ষ বিজয়'।

♦ **মর্সিয়া সাহিত্য:**

- মর্সিয়া হলো শোককাব্য বা শোকগীতি। মর্সিয়া সাহিত্যের বিখ্যাত কাব্য 'জঙ্গনামা' (১৭২৩) রচনা করেন দৌলত উজির বাহরাম খান। এ কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল কারবালার বিষাদময় যুদ্ধ বিগ্রহ।

♦ **লোকসাহিত্য:**

- সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কিন্তু অলিখিত সাহিত্য যা গাঁথাকাহিনী, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদির সামষ্টিক রূপ। সাধারণত কোনো সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর অলিখিত সাহিত্যই লোকসাহিত্য। বাংলার অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী লোকসাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখেছেন। এদের একটি বড় অংশ লোক-কবি, যাদের সাধারণত 'বয়াতি' বলা হয়। এ সাহিত্যে ভালোবাসা, আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।
- লোকসাহিত্যের আদিরূপ ছড়া, প্রবাদ/প্রবচন ও ধাঁধাঁ।

♦ **গীতিকা:**

- ইংরেজিতে একে বলা হয় 'Ballad'। এগুলো একধরনের আখ্যানমূলক লোকগীতি। যে গাঁথার মধ্যে দীর্ঘ জীবনের জটিল কাহিনিবিন্যাস থাকে তাই গীতিকা। বাংলাদেশে তিন প্রকার গীতিকা পাওয়া যায়। যথা: নাথ গীতিকা, ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা।
- ময়মনসিংহ গীতিকা: বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা, কিশোগঞ্জ ভাটি অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে যে কবিতা বা গীতি বা পালাগান প্রচলিত ছিল বা প্রচারিত হতো, সেগুলোকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' বলে। এতে মোট ১০টি গীতিকা স্থান পেয়েছে।

মৈমনসিংহ গীতিকার নাম	রচয়িতা
মহুয়া (চরিত্র: নদের চাঁদ, মহুয়া)	দ্বিজ কানাই
মলুয়া	চন্দ্রবতী
কমলা	দ্বিজ ঈশান
দস্যু কেনারামের পালা	চন্দ্রাবতী
দেওয়ানা মদিনা (চরিত্র: আলাল, দুলাল, মদিনা)	মনসুর বয়াতি
দেওয়ান ভাবনা	চন্দ্রবতী
কাজলরেখা	অজ্ঞাত
চন্দ্রাবতী	নয়ানচাঁদ ঘোষ
কঙ্ক ও লীলা	দমোদর, রঘুসুত, নয়াচাঁদ ঘোষ
রূপবতী	অজ্ঞাত

- পূর্ববঙ্গ গীতিকা: ড. দীনেশচন্দ্র সেন নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে এগুলো সংগ্রহ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে ১৯২৬ সালে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। এতে পালাগানের সংখ্যা ৫০ এর অধিক। পূর্ববঙ্গের গীতিকাগুলো হলো: নিজাম ডাকাতের পালা, কাফন চোরা, কমল সদাগর, চৌধুরীর লড়াই, কাঞ্চনমালা, আয়নাবিবি, ভেলুয়া, কমলা রাণীর গান ইত্যাদি।

♦ **খনার বচন:**

- খনার বচন প্রাচীন যুগের সৃষ্টি হলেও মধ্যযুগের শুরুতে তা সমৃদ্ধি লাভ করে। এক সময়ে বাংলাদেশে ডাক ও খনার বচন ব্যাপক প্রচলিত ছিল।
- খনার বচন প্রধানত কৃষিভিত্তিক। খনার বচন ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এ বচনগুলি জৌতির্বিদ্যায় পারদর্শী এক বিদুষী বাঙালি নারীর রচিত বলে ধরে নেয়া হয়। খনার বচনগুলির মাধ্যমে প্রধানত কৃষি, আবহাওয়া, সমাজের পরিচয় সম্পর্কে বহুবিধ ধারণা পাওয়া যায়। যেমন-

১. কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস।
২. উনা ভাতে দুনা বল, অতি ভাতে রসাতল।
৩. দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।
৪. একে তো নাচুনি বুড়ি, তার উপর ঢোলের বারি।
৫. তেলা মাথায় ঢালো তেল, শুকনো মাথায় ভাঙ্গ বেল।

বিখ্যাত পত্রপত্রিকা

নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	টীকাভাষ্য
বেঙ্গল গেজেট	১৭৮০	জেমস অগাস্টাস হিকি	ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র (ইংরেজিতে)
দিগদর্শন	১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান	বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকপত্র
সমাচার দর্পণ	১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান	বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র (সাপ্তাহিক)
সম্বাদ কৌমুদী ব্রাহ্মণসেবধি	১৮২১	রাজা রামমোহন রায়	সামাজিক কুসংস্কার অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশিত হতো।
বঙ্গদূত	১৮২৯	নীলমণি হালদার	-
সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক) সংবাদ প্রভাকর (দৈনিক)	১৮৩১ ১৮৩৯	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র
তত্ত্ববোধিনী	১৮৪৩	অক্ষয়কুমার দত্ত	তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র
রংপুর বার্তাবহ	১৮৪৭	গুরুচরণ রায়	বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র
ঢাকা প্রকাশ	১৮৬১	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র
বঙ্গবদর্শন	১৮৭২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বাংলা গদ্যের বিকাশে এটি গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখে
ভারতী	১৮৭৭	দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর	-
সুধাকর	১৮৮৯	-	মুসলমানদের মহিমা, তত্ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভৃতি বিষয় এতে আলোচিত হতো
সবুজপত্র	১৯১৪	প্রমথ চৌধুরী	বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতি প্রচলনে অবদান রাখে
সওগাত (মাসিক) সওগাত (সাপ্তাহিক)	১৯১৮ ১৯২৮	মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন	-
মোসলেম ভারত	১৯২০	মোজাম্মেল হক	কাজী নজরুলের কাব্য খ্যাতিতে এটি অবদান রাখে
আঙুর	১৯২০	ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	কিশোর পত্রিকা
ধূমকেতু	১৯২২	কাজী নজরুল ইসলাম	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পত্রিকায় অভিনন্দন বাণী পাঠিয়েছেন
লাঙ্গল	১৯২৫		-
নবযুগ	১৯৪১		১৯২০ সালে মুজাফফর আহমদ সহযোগে প্রথম প্রকাশিত
কল্লোল	১৯২৩	দীনেশচন্দ্র দাশ	এ পত্রিকাকে দিয়ে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যিক বলয় তৈরি হয়েছিল
মাসিক মোহাম্মদী	১৯২৭	মো: আকরাম খাঁ	-
শিখা	১৯২৭	আবুল হোসেন	'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত
পূর্বাশা	১৯৩২	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	-
কবিতা	১৯৩৫	বুদ্ধদেব বসু	ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা
বেগম (সাপ্তাহিক)	১৯৪৭	সুফিয়া কামাল (প্রথম), নুরজাহান বেগম	মহিলা সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা
সমকাল	১৯৫৭	সিকান্দার আবু জাফর	তৎকালীন সময়ের ঢাকার প্রভাবশালী পত্রিকা
স্বদেশ	১৯৬৯	আহমদ ছফা	-
ধান শালিকের দেশ (ষাণ্মাসিক)	বাংলা একাডেমি		শিশুপত্রিকা

বিগত বছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'শিশুটি মা মা বলে কাঁদছে'- এখানে 'মা মা' দ্বিরুক্তিটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [GTCL (Asst. Manager)-2021]
ক. স্বল্পকাল স্থায়ী খ. আগ্রহ গ. আধিক্য ঘ. তীব্রতা ঙ. কোনোটিই নয় উঃ খ

২. 'পাতিহাঁস' শব্দটিতে 'পাতি' উপসর্গটি কি অর্থ বোঝায়? [পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (সহ. ব্যবস্থাপক-প্রশাসন)-২০২৩]
ক. বড় খ. ছোট গ. মন্দ ঘ. বিপ্সা ঙ. কোনোটিই নয় উঃ খ

৩. 'অনাবৃষ্টি' শব্দটিতে 'অনা' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (সহ. ব্যবস্থাপক)-২০২১]
ক. অভাব খ. অশুভ গ. নিকৃষ্ট ঘ. পুরনো ঙ. কোনোটিই নয় উঃ ক

৪. নিচের কোনটি নিত্য স্ত্রী-বাচক শব্দ? [তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (সহ. ব্যবস্থাপক-হিসাব) ২০১৮]
ক. রূপসী খ. মলিনা গ. মহতী ঘ. শুশ্র ঙ. কোনোটিই নয় উঃ ক

৫. নিচের কোন পুরুষবাচক শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ নেই? [বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (সহ. ব্যবস্থাপক-জেনারেল) ২০১১]
ক. চৌধুরী খ. কুলটা গ. নবীন ঘ. ভাই ঙ. কোনোটিই নয় উঃ গ

৬. ধনাত্মক শব্দদ্বিত্ব কোনটি? [বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (সহ. ব্যবস্থাপক) ২০২১]
ক. বাড়াবাড়ি খ. ঝিকিমিকি গ. পটাপট ঘ. পায়ে পায়ে উঃ গ

৭. কোন শব্দের নারীবাচক শব্দ হয় না? [বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (সহ. ব্যবস্থাপক) ২০২১]
ক. শিক্ষক খ. গুরু গ. বাঘ ঘ. সভাপতি উঃ ঘ

৮. নিচের কোন শব্দটির কোনো লিঙ্গান্তর হয় না? [GTCL (Asst. Manager)-2021]
ক. ঢাকী খ. সেবিকা গ. মালী ঘ. সুন্দর উঃ ক

৯. 'ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি' এখানে 'ডেকে ডেকে' দ্বিরুক্তিটি কোন অর্থ নির্দেশ করে? [বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস (সহ. ব্যবস্থাপক-জেনা.) ২০১৭]
ক. পৌনঃপুনিকতা খ. দীর্ঘকাল স্থায়ী গ. অস্থিরতা ঘ. স্বল্পকাল অর্থে উঃ ক

১০. লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি? [বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (সহ. ব্যবস্থাপক-জেনারেল) ২০১৬]
ক. সাহেব খ. শিক্ষক গ. সঙ্গী ঘ. কবিরাজ উঃ ঘ

১১. কোনটি একবচনের উদাহরণ? [বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (সহ. ব্যবস্থাপক-জেনারেল) ২০১১]
ক. বনে বাঘ থাকে খ. শিক্ষক ছাত্র পড়াচ্ছেন গ. লোকে বলে ঘ. মানুষ মরণশীল উঃ খ

১২. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান'- এখানে 'টাপুর টুপুর' কোন ধরনের শব্দ? [বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (সহ. ব্যবস্থাপক-জেনারেল) ২০১১]
ক. অবস্থাবাচক শব্দ খ. বাক্যলঙ্কার শব্দ গ. ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঘ. দ্বিরুক্ত শব্দ উঃ গ

১৩. নিচের কোন দ্বিরুক্ত শব্দ দুটি বহুবচন সংকেত করে? [GTCL (Asst. Officer) 2016]
ক. পাকা পাকা আম খ. ঝির ঝির বৃষ্টি গ. নরম নরম হাত ঘ. উড়ু উড়ু মন উঃ ক

১৪. 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র লোকপারাসমূহের সংগ্রাহক কে? [৩৭তম বিসিএস]
ক. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার খ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ. চন্দ্রকুমার দে ঘ. দীনেশচন্দ্র সেন উঃ গ

১৫. লোকসাহিত্য কাকে বলে? [২৮তম বিসিএস, প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-২০১৮, অগ্রণী ব্যাংক সিনিয়র অফিসার-১৩]
ক. গ্রামীণ নরনারীর প্রণয় সংবলিত উপাখ্যানকে খ. লোক সাধারণের কল্যাণে দেবতার স্তুতিমূলক রচনাকে
গ. লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী, ছড়া, গান ইত্যাদিকে ঘ. গ্রামের অশিক্ষিত ও অখ্যাত লোকের সৃষ্ট রচনাকে উঃ গ

১৬. মৈমনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালার রচয়িতা- [২৬তম বিসিএস, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহ. প্রোগ্রামার-১৬]
ক. দ্বিজ ঈশান খ. দ্বিজ কানাই গ. নয়ন চাঁদ ঘোষ ঘ. চন্দ্রাবতী উঃ খ

১৭. ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেছিলেন- [তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহ. প্রোগ্রামার-২০]
ক. আশুতোষ ভট্টচার্য খ. দীনেশচন্দ্র সেন গ. চন্দ্রকুমার দে ঘ. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র উঃ গ

১৮. দেওয়ানা মদিনার রচয়িতা কে? [থানা সহ. শিক্ষা অফিসার-০৬]
ক. মনসুর বয়াতি খ. জসীমউদ্‌দীন গ. মনসুর উদ্দিন ঘ. সুকুমার সেন উঃ ক

১৯. 'নদের চাঁদ' কোন পালাগানের চরিত্র? [সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের জুনিয়র শিক্ষক-২১, প্রযোজক বিটিভি-০৬]
ক. দেওয়ানা মদিনা খ. মহুয়া গ. মলুয়া ঘ. কাজলরেখা উঃ খ

২০. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কে সম্পাদনা করেন? [সহ. পরিচালক (বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর)-১১, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা-১০]
ক. ড. দীনেশচন্দ্র সেন খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গ. ড. কাজী মোতাহার হোসেন ঘ. ড. মাযহারুল ইসলাম উঃ ক

২১. এন্টনি ফিরিঙ্গি কী জাতীয় সাহিত্যের রচয়িতা? [৩৬তম বিসিএস]
ক. কবিগান খ. পুঁথি সাহিত্য গ. নাথ সাহিত্য ঘ. বৈষ্ণব পদ সাহিত্য উঃ ক

২২. কবি গানের প্রথম কবি কে? [৩৩তম বিসিএস, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহ. জেনারেল ম্যানেজার-১৭, প্রতিরক্ষা উপ-সহ. পরিচালক-১৬]
ক. গোঁজলা পুট খ. হরু ঠাকুর গ. ভবানী ঘোষ ঘ. নিতাই বৈরাগী উঃ ক

২৩. কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটে কখন? [৩৩তম বিসিএস]
ক. আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে খ. ষোড়শ শতকের শেষার্ধে ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে
গ. সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ঘ. উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে উঃ ক

২৪. পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক কে? [১১তম বিসিএস, সিলেট গ্যাসফিল্ড অফিসার-১৩, কারা তত্ত্বাবধায়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-১৩]
ক. ভারতচন্দ্র রায় খ. দৌলত কাজী গ. সৈয়দ হামজা ঘ. আব্দুল হাকিম উঃ গ

২৫. 'জঙ্গনামা' কাব্যের বিষয় কী? [পাসপোর্ট অ্যান্ড ইমিগ্রেশন (সহ. পরিচালক)-০৭]
ক. যুদ্ধ-বিগ্রহ খ. শোক-তাপ গ. রোমান্স ঘ. প্রেম-ভালোবাসা উঃ ক

২৬. নানান দেশের নানান ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা, পুরে কী আশা-পঙক্তিটির রচয়িতা কে? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অ্যাসিস্টেন্ট লাইব্রেরিয়ান/হিসাবরক্ষক-২১, প্রাক-প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৫]
ক. শেখ ফজলুল করিম খ. আব্দুল হাকিম গ. অতুল প্রসাদ সেন ঘ. রামনিধি গুপ্ত উঃ ঘ

২৭. 'মর্সিয়া' শব্দের অর্থ কী? [সার্কেল এডজুটেন্ট (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-২০১০]
ক. শোক বা আহাজারি খ. দুঃখ গ. শোক কাব্য ঘ. বেদনামিশ্রিত কাব্য উঃ ক

২৮. 'জঙ্গনামা' কাব্যের বিষয় কী? [গণপূর্ত অধিদপ্তরে উপসহ. প্রকৌশলী-২০১১]
ক. যুদ্ধবিগ্রহ খ. শোকতাপ গ. রোমান্স ঘ. প্রেমভালোবাসা উঃ ক

২৯. মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা বিজয়গুপ্তের মঙ্গলকাব্যের নাম কী? [৪৩তম বিসিএস]
ক. মনসামঙ্গল খ. মনসাবিজয় গ. পদ্মপুরাণ ঘ. পদ্মাবতী উঃ গ

৩০. চাঁদ সওদাগর বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র? [২৩তম বিসিএস, সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার-১৩, সাব-রেজিস্টার-১২]
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. মনসামঙ্গল গ. ধর্মমঙ্গল ঘ. অন্নদামঙ্গল উঃ খ

৩১. 'বেহুলা-লখিন্দরের' কাহিনী পাওয়া যায় কোন মঙ্গলকাব্যে? [ডাক অধিদপ্তরের এস্টিমেটর-২০১৮]
ক. মনসামঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল গ. শীতলামঙ্গল ঘ. সারদামঙ্গল উঃ ক

৩২. মঙ্গলকাব্যের কোন চরিত্রটি 'দেবতা-বিরোধী' বলে পরিচিত? [স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সহ. প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭]
ক. ধনপতি সদাগর খ. লাউ সেন গ. কালকেতু ঘ. চাঁদ সদাগর উঃ ঘ

৩৩. মনসামঙ্গল কাব্যের আদিকবি কে? [সহ. পরিচালক (পাসপোর্ট অ্যান্ড ইমিগ্রেশন)-০৭]
ক. কানা হরিদত্ত খ. মানিক দত্ত গ. বিজয় দত্ত ঘ. ময়ূর ভট্ট উঃ ক

৩৪. বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত কাব্যের নাম কী? [সার্কেল এডজুটেন্ট (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-২০১০]
ক. মনসা মঙ্গল খ. মনসা বিজয় গ. চাঁদ সওদাগর কাহিনী ঘ. মনসা প্রশান্তি উঃ খ

৩৫. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা- [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সিনিয়র স্টাফ নার্স-২০১৮]
ক. চণ্ডীদাস খ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী গ. ভারতচন্দ্র ঘ. বিপ্রদাস পিপিলাই উঃ খ

৩৬. 'ফুল্লরা' চরিত্রটি মধ্যযুগের কোন কাব্যে পাওয়া যায়? [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-২০১৬]
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল গ. মনসামঙ্গল ঘ. ধর্মমঙ্গল উঃ ক

৩৭. 'কবিকঙ্কন' কার উপাধি? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহ. পরি.-১৮, সহ. পরি. (পরিবেশ অধিদপ্তর)-১১, কারা তত্ত্বাবধায়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-১০]
ক. কাশীরাম দাস খ. মালাধর বসু গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. ভারত চন্দ্র উঃ গ

৩৮. দৌলত উজির বাহরাম খান সাহিত্যসৃষ্টিতে কার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন? [৪৩তম বিসিএস]
ক. সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ খ. কোরেশী মাগন ঠাকুর গ. সুলতান বরবক শাহ ঘ. জমিদার নিজাম শাহ উঃ ঘ

৩৯. লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে? [২৭তম বিসিএস, পিএসসি এর সহ. পরিচালক-১৬]
ক. আলাওল খ. কোরেশী মাগন ঠাকুর গ. দৌলত কাজী ঘ. সৈয়দ সুলতান উঃ গ

৪০. সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী কাব্যটির রচয়িতা- [সরকারি মাধ্যমিক সহ. শিক্ষক-১৯, সাব-রেজিস্ট্রার-০৩]
ক. আলাওল খ. দৌলত কাজী গ. মাগন ঠাকুর ঘ. মরদন উঃ খ

৪১. 'চন্দ্রাবতী' কী? [৩৮তম বিসিএস]
ক. নাটক খ. কাব্য গ. পদাবলি ঘ. পালাগান উঃ খ

৪২. মধ্যযুগের পেগ কেবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? [৩৬তম বিসিএস]
ক. ১৭৫৬ খ. ১৭৫২ গ. ১৭৬০ ঘ. ১৭৬২ উঃ গ

৪৩. বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের এবং (মঙ্গলকাব্যের) শেষ কবি কে? [২৮তম বিসিএস, সহ. পরি. (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর)-৯৯]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায় গ. রামরাম বসু ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর উঃ খ

৪৪. ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর কোন রাজসভার কবি? [২৬তম বিসিএস]
ক. আরাকান রাজসভা খ. কৃষ্ণনগর রাজসভা গ. রাজা গণেশ রাজসভা ঘ. লক্ষ্মণসেনের রাজসভা উঃ খ

৪৫. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে- এই প্রার্থনাটি করেছে- [২৩তম বিসিএস, গণপূর্ত অধিদপ্তর (উপ-সহ. প্রকৌশলী-সিভিল)-১১]
ক. ভাঁড়ু দত্ত খ. চাঁদ সওদাগর গ. ঈশ্বরী পাটনী ঘ. কুবের উঃ গ

৪৬. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া যায়- [১৭তম বিসিএস, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী-১৭, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পিএসসি এর সহ. পরিচালক-১৬, খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শক-১১]
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. ভারতচন্দ্র রায় গ. মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঘ. কামিনী রায় উঃ খ

৪৭. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' উক্তি কোন কাব্যের অন্তর্গত? [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব রেজিস্টার-১৬]
ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের খ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গ. মনসামঙ্গল কাব্যের ঘ. অন্নদামঙ্গল কাব্যের উঃ ঘ

৪৮. কবি ভারতচন্দ্রকে 'রায় গুণাকর' উপাধি দিয়েছিলেন কে? [বিবিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপসহ. প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭]
ক. রঘুনাথ জমিদার খ. রাজাকৃষ্ণচন্দ্র গ. দ্বিজচণ্ডীদাস ঘ. ময়ুর ভট্ট উঃ খ

৪৯. 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ! ক্ষণেক হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ'-চরণ দুটি কার রচনা? [সহ. আবহাওয়াবিদ-০৪]
ক. আলাওল খ. ভারতচন্দ্র রায় গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. শেখ ফজলল করিম উঃ খ

৫০. কোন কবি 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রণেতা? [সমাজসেবা অফিসার (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়)-১০]
ক. বংশীদাস চক্রবর্তী খ. রূপরাম চক্রবর্তী গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. বলরাম চক্রবর্তী উঃ খ

৫১. 'হাকন্দ পুরাণ' গ্রন্থটি কার রচিত?
ক. চণ্ডীদাস খ. মানিক দত্ত গ. ময়ূরভট্ট ঘ. হরিদত্ত উঃ গ

৫২. 'তোহফা' কাব্যটি কে রচনা করেন? [৩৮তম বিসিএস]
ক. দৌলত কাজী খ. মাগন ঠাকুর গ. সাবিরিদ খান ঘ. আলাওল উঃ ঘ

৫৩. 'তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে।'-অথ কী? [৩৫তম বিসিএস]
ক. ঠোঁটের পরশে পান লাল হল খ. পানের পরশে ঠোঁট লাল হল
গ. অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় মুখ রক্তিম দেখা গেল ঘ. অস্তাচলগামী সূর্য ও মুখ একই রকম লাল হয়ে গেল উঃ ক

৫৪. 'হপ্ত পয়কর' কার রচনা? [৩৫তম বিসিএস, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহ. জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/এইচআর)-১৭]
ক. আলাওল খ. দীনবন্ধু মিত্র গ. জৈনুদ্দিন ঘ. অমিয় দেব উঃ ক

৫৫. আলাওলের 'তোহফা' কোন ধরনের কাব্য? [৩১তম বিসিএস]
ক. আত্মজীবনী খ. প্রণয়কাব্য গ. নীতিকাব্য ঘ. জঙ্গনামা উঃ গ

৫৬. 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন- [তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সহ. প্রোগ্রামার-১৭, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মাঠ কর্মকর্তা-১৩]
ক. ভারতচন্দ্র খ. আলাওল গ. সৈয়দ হামজা ঘ. আব্দুল হাকিম উঃ খ

৫৭. 'গোরক্ষক বিজয়' কাব্য কোন ধর্মমতের কাহিনী অবলম্বনে লেখা? [৩৭তম বিসিএস, সহ. সচিব/সহ. পরি. বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-১৭]
ক. শৈবধর্ম খ. বৌদ্ধ সহজযান গ. নাথধর্ম ঘ. কোনোটিই নয় উঃ গ

৫৮. শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত- [৩৭তম বিসিএস]
ক. রামনিধি গুপ্ত খ. দাশরথি রায় গ. এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ঘ. রামপ্রসাদ সেন উঃ ঘ

৫৯. নাথ সাহিত্য সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন কে?
ক. ড. দীনেশচন্দ্র সেন খ. ড. নীলিকান্ত সেনগুপ্ত গ. ড. ফনীভূষণ দাসগুপ্ত ঘ. আবদুল করিম উঃ ঘ

৬০. রংপুর থেকে 'মানিক রাজার গান' কে সংগ্রহ করেছিলেন?
ক. ড. দীনেশ চন্দ্র সেন খ. চন্দ্র কুমার দে গ. জর্জ গ্রিয়ার্সন ঘ. পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন উঃ গ

৬১. 'শাহনামা' মৌলিক গ্রন্থটি কার? [২৬তম বিসিএস, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান সহ.-২০২০, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপসহ. প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭, সহ. অফিসার (কর্মসংস্থান ব্যাংক)-০১]
ক. মালিক জায়সী খ. ফেরদৌসী গ. আলাওল ঘ. দোনা গাজী উঃ খ

৬২. 'ইউসুফ জোলেখা' প্রণয়কাব্য অনুবাদ করেছেন- [২৩তম বিসিএস, সহ. শিক্ষক-০৭]
ক. শাহ মুহম্মদ সগীর খ. বাহরাম খাঁ গ. সৈয়দ হামজা ঘ. রেজাবুদ্দৌলা উঃ ক

৬৩. 'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেন কে? [১৪তম বিসিএস]
ক. আলাওল খ. ফকীর গরীবুল্লাহ গ. সৈয়দ হামজা ঘ. রেজাবুদ্দৌলা উঃ খ

৬৪. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম মুসলমান কবি কে? [১২তম বিসিএস, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহ. পরিচালক-১৩, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা-১০]
ক. শাহ মুহম্মদ সগীর খ. বাহরাম খান গ. শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ ঘ. কাজী দৌলত উঃ ক

৬৫. মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য কোনটি? [১২তম বিসিএস, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহ. প্রোগ্রামার-১৬]
ক. লাইলী মজনু খ. ইউসুফ জোলেখা গ. শিরী ফরহাদ ঘ. বিষাদ সিন্ধু উঃ খ

৬৬. বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রণয়োপাখ্যান কোনটি? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অ্যাসিসটেন্ট লাইব্রেরিয়ান/হিসাবরক্ষক-২১, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহ. পরিচালক-১৩, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার-১০]
ক. পদ্মাবতী খ. চন্দ্রাবতী গ. ইউসুফ জোলেখা ঘ. লাইলী মজনু উঃ গ

৬৭. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি- [রাজস্ব সহ. কর্মকর্তা-১৫]
ক. দৌলত কাজী খ. দৌলত উজির বাহরাম খান গ. মুহম্মদ কবির ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর উঃ ঘ

৬৮. 'লাইলী মজনু' কাব্যের অনুবাদক হলেন- [দুর্নীতি দমন পরিদর্শক-০৪]
ক. সাবিরিদ খান খ. সৈয়দ সুলতান গ. দৌলত উজির বাহরাম খান ঘ. আলাওল উঃ গ

৬৯. 'নবীবংশ' কোন কবির রচনা? [ভূমি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৩, বাংলাদেশ রেলওয়ের উপ-সহ. প্রকৌশলী-১৩]
ক. শাহ মুহম্মদ সগীর খ. সৈয়দ সুলতান গ. মুহম্মদ খান ঘ. শেখ পরান উঃ খ

৭০. 'যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/ সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন' জানি'-কবিতাংশটি কার রচনা? [BTRC রিক্রুটম্যান্ট (উপ-সহ. পরি.-২১)]
ক. আলাওল খ. আব্দুল হাকিম গ. চণ্ডীদাস ঘ. কাঁনাই দাস উঃ খ

৭১. 'দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়/ নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়'-কবিতাংশটি কার? [আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তরের অফিসার-০৭]
ক. কবি আব্দুল হাকিম খ. মোজম্মেল হক গ. কামিনী রায় ঘ. রজনীকান্ত উঃ ক

৭২. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারকের প্রভাব অপরিসীম? [৩৬তম বিসিএস, উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা-০৭]
ক. আউল মনোহর দাস খ. চৈতন্যদেব গ. শ্রীকৃষ্ণ ঘ. আদিনাথ শিব উঃ খ

৭৩. চৈতন্য জীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? [বাংলাদেশ রেলওয়ের উপ-সহ. প্রকৌশলী-১৩]
ক. কৃষ্ণদাস কবিরাজ খ. জয়ানন্দ গ. বৃন্দাবন দাস ঘ. কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন উঃ ক

৭৪. চৈতন্যদেব ছিলেন- [বাংলাদেশ রেলওয়ের উপ-সহ. প্রকৌশলী-১৩, কারা তত্ত্বাবধায়ক-১৩, প্রশাসনিক কর্মকর্তা (ভূমি মন্ত্রণালয়)-১৩]
ক. বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক খ. পদাবলির রচয়িতা গ. ব্রজবুলির ভাষার প্রবর্তক ঘ. সঙ্গীতজ্ঞ উঃ ক

৭৫. চৈতন্য যুগ হলো-
ক. ১৩৫১-১৫০০ খ. ১৫০০-১৬০০ গ. ১২০১-১৩৫০ ঘ. ১৪৮৬-১৫৪০ উঃ খ

৭৬. প্রাকচৈতন্য যুগ হলো-
ক. ১২০১-১৫০০ খ. ১৩৫১-১৫০০ গ. ১৩৫১-১৮০০ ঘ. ১২০১-৮০০ উঃ ক

৭৭. জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত- [৪০তম বিসিএস]
ক. ফকির গরীবুল্লাহ খ. নরহরি চক্রবর্তী গ. বিপ্রদাস পিপিলাই ঘ. বৃন্দাবন দাস উঃ ঘ

৭৮. জীবনী সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে কাকে কেন্দ্র করে? [৪১তম বিসিএস]
ক. শ্রীচৈতন্যদেব খ. কাহ্নপা গ. বিদ্যাপতি ঘ. রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব উঃ ক

৭৯. দ্রৌপদী কে? [৩৫ বিসিএস]
ক. রামায়ণে সীতার সহচরী খ. মহাভারতে দুর্যোধনের স্ত্রী
গ. রামায়ণে লক্ষ্মণের প্রণয়প্রার্থী নারী ঘ. মহাভারতে পাঁচ ভাইয়ের একক স্ত্রী উঃ ঘ

৮০. 'পরাগলী মহাভারত' খ্যাত গ্রন্থের অনুবাদকের নাম কী? [৩১তম বিসিএস]
ক. সঞ্জয় খ. কবীন্দ্র পরমেশ্বর গ. শ্রীকর নন্দী ঘ. কাশীরাম দাস উঃ খ

৮১. 'তাজকেরাতুল আওলিয়া' অবলম্বনে 'তাপসমালা' কে রচনা করেন? [২৬তম বিসিএস]
ক. মুন্সী আব্দুল লতিফ খ. কাজী আকরাম হোসেন গ. গিরিশচন্দ্র সেন ঘ. শেখ আব্দুল জব্বার উঃ গ

৮২. কে প্রথম সমগ্র কোরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ করেন? [১৬তম, ১৪তম, ১০ বিসিএস, উপজেলা/ থানা সহ. শিক্ষা অফিসার-১৬]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. মাওলানা আকরাম খাঁ গ. গিরিশচন্দ্র সেন ঘ. রামমোহন রায় উঃ গ

৮৩. বাংলায় 'মহাভারতের' শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হলেন- [এলজিআরডি সহ. প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭, রেলওয়ের উপ-সহ. প্রকৌশলী-১৩]
ক. সন্ধ্যাকর নন্দী খ. কাশীরাম দাস গ. মালাধর বসু ঘ. শ্রীকর নন্দী উঃ খ

৮৪. হিন্দি ও ফারসি কাব্য থেকে কোন কাব্য ধারার প্রচলন হয়েছে? [সহ. সচিব (আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)-০৫]
ক. নাথ সাহিত্য খ. প্রণয়োপাখ্যান গ. পদাবলি ঘ. মঙ্গলকাব্য উঃ খ

৮৫. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি কে? [রেল মন্ত্রণালয়ের অফিস সহায়ক-২১, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহ. পরিচালক-১৩, সমাজসেবা অধিদপ্তরে প্রবেশন অফিসার-১৩, প্রাক-প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৩]
ক. চন্দ্রাবতী খ. স্বর্ণকুমারী দেবী গ. অনুরূপা দেবী ঘ. আশালতা দেবী উঃ ক

৮৬. রামায়ণের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?
ক. কাশীরাম দাস খ. কৃত্তিবাস ওঝা গ. বাল্মীকি ঘ. চন্দ্রাবতী উঃ খ

৮৭. কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের নাম কী? [আনসার ও ভিডিপি সার্কেল এডজুটেন্ট-১০]
ক. আদি মহাভারত খ. পরাগলী মহাভারত গ. মহাভারত ঘ. মহান মহাভারত উঃ খ

৮৮. কাশীরাম দাস কোন গ্রন্থের অনুবাদক? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহ. পরিচালক-১৩, সহ. পরিচালক মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-১৩]
ক. মহাভারত খ. বেদ গ. রামায়ণ ঘ. গীতা উঃ ক

৮৯. মহাভারতের প্রথম অনুবাদক কে?
ক. কবীন্দ্র পরমেশ্বর খ. শ্রীকর দেবী গ. কাশীরাম দাস ঘ. কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস উঃ ক

৯০. 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' এর রচয়িতা কে?
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. ভারতচন্দ্র রায় গ. বিজয়গুপ্ত ঘ. মালাধর বসু উঃ ঘ

৯১. উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য- [২৪তম ও ১৭তম বিসিএস, পাসপোর্ট অ্যান্ড ইমিগ্রেশন (সহ. পরিচারক)-০৩]
ক. অব্যয় ও শব্দাংশ খ. নতুন শব্দ গঠনে
গ. উপসর্গ থাকে সামনে প্রত্যয় থাকে পেছনে ঘ. ভিন্ন অর্থ প্রকাশে উঃ গ

৯২. বাংলা ভাষায় কত প্রকারের উপসর্গ পাওয়া যায়? [প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৯, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে সিনিয়র স্টাফ নার্স-১৯, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮]
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার উঃ খ

৯৩. কার অর্থবাচকতা নেই, অর্থদ্যোতকতা আছে? [সরকারি মাধ্যমিক সহকারি শিক্ষক-১৯, সমাজসেবা অধিদপ্তর (উপসহ. পরিচালক)-০৫]
ক. সমাসের খ. কারকের গ. অনুসর্গের ঘ. উপসর্গের উঃ ঘ

৯৪. শব্দ বা ধাতুর পূর্বে যে সব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে ঐসব শব্দাংশকে বলে- [ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডের সহ. পরিচালক/হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-১৭]
ক. অনুসর্গ খ. উপসর্গ গ. প্রত্যয় ঘ. বিভক্তি উঃ খ

৯৫. উপসর্গের কাজ কী? [প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর (এস্টিমেটর)-১৯, প্রাক-প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৫, রসায়ন সহ.-১৩]
ক. নতুন শব্দ গঠন করে খ. বিভক্তি নিরূপণ করে গ. যতি সংস্করণ করে ঘ. সর্বনাম তৈরি করে উঃ ক

৯৬. কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত? [৩৯তম বিসিএস]
ক. উপভোগ খ. উপগ্রহ গ. উপসাগর ঘ. উপনেতা উঃ ক

৯৭. প্র, পরা, অপ কোন শ্রেণির উপসর্গ? [২৬তম বিসিএস, NSI (Field Officer)-19, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/মিডওয়াইফ-১৭]
ক. বাংলা উপসর্গ খ. সংস্কৃত উপসর্গ গ. বিদেশি উপসর্গ ঘ. উপসর্গ স্থানীয় অব্যয় উঃ খ

৯৮. উপসর্গ কোনটি? [২৬তম বিসিএস]
ক. অতি খ. থেকে গ. চেয়ে ঘ. দ্বারা উঃ ক

৯৯. 'অবমূল্যায়ন' ও 'অবদান' শব্দ দুটিতে 'অব' উপসর্গটি সম্পর্কে কোন মন্তব্যটি সঠিক? [১৬তম বিসিএস, সরকারি স্কুল সহ. শিক্ষক-০০]
ক. শব্দ দুটিতে উপসর্গটি মোটামুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে খ. শব্দ দুটিতে উপসর্গটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে
গ. দুটি শব্দে উপসর্গটির অর্থবিচারে ভিন্ন হইলেও আসলে এক ঘ. শব্দ দুটিতে উপসর্গটির অর্থ দুই রকম উঃ ঘ

১০০. 'অপমান' শব্দের 'অপ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত? [১৫তম বিসিএস, প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৯, নির্বাচন কমিশনে অফিস সহায়ক-১৯, চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-১৭]
ক. নিখুঁত খ. নিকৃষ্ট গ. বিপরীত ঘ. অভাব উঃ গ

১০১. 'প্র, পরা, অপ, সম, ইন, অব' এগুলো কোন ধরনের উপসর্গ? [সহ. লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার-১৮]
ক. বাংলা খ. বিদেশি গ. তৎসম ঘ. তদ্ভব উঃ গ

১০২. 'নিদাঘ' শব্দে 'নি' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [বাংলাদেশ বেতার সহ-সম্পাদক-১৯, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহ. সাইফার কর্মকর্তা-১৭]
ক. বিশেষ খ. নিশ্চয় গ. আতিশয্য ঘ. সম্যক উঃ গ

১০৩. 'বিজ্ঞান' শব্দে 'বি' উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [অর্থ মন্ত্রণালয় (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)-০৪, তথ্য মন্ত্রণালয় (সহ. পরিচালক)-০৩]
ক. বিশেষ খ. অভাব গ. গতি ঘ. সাধারণ উঃ ক

১০৪. 'পরাজয়ের' -এ শব্দটিতে কোনটি উপসর্গ? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট-১৯, প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৯, সমাজসেবা অফিসার--০৬]
ক. জয় খ. পরা গ. এর ঘ. জয়ের উঃ খ

১০৫. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত উপসর্গ কতটি? [স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর (তড়িৎ)-১৯, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার-১৮, ১৪তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-১৭, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয় কর্পোরেশন (হিসাব সহ.)-১৭]
ক. ১৮ খ. ১৯ গ. ২০ ঘ. ২১ উঃ গ

১০৬. কোন গুচ্ছটি তৎসম উপসর্গটি নয়? [বিমান ও পর্যটন (সহ. পরিচালক) ০৫]
ক. নি, অব, দুর, অপি খ. অপ, নির, সু, আ গ. আব, স, না, কার ঘ. উৎ, বি, অভি, পরা উঃ গ

১০৭. নিচের কোন শব্দটিতে 'প্রতি' উপসর্গ ভিন্নার্থে প্রযুক্ত? [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (অডিটর)-১৯]
ক. প্রতিবিম্ব খ. প্রতিশব্দ গ. প্রতিচ্ছবি ঘ. প্রতিদান উঃ ঘ

১০৮. 'পরাভব' শব্দে 'পরা' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [NSI (Jr. Field Officer)-19]
ক. অভাব খ. আধিক্য গ. বিপরীত ঘ. বিকৃত উঃ গ

১০৯. 'সুকঠিন' শব্দে 'সু' উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (ব্যক্তিগত সহ.)-১৯]
ক. উত্তম খ. সহজ গ. বিশেষ রূপে ঘ. আতিশয্য উঃ ঘ

১১০. বিপরীতার্থে 'পরা' উপসর্গ যুক্ত শব্দ কোনটি? [১৬তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৯]
ক. পরাকাষ্ঠা খ. পরাক্লান্ত গ. পরায়ণ ঘ. পরাভব উঃ ঘ

১১১. ঈষৎ অর্থ প্রকাশ করছে কোন উপসর্গ যুক্ত শব্দটি?
ক. আখাম্বা খ. উপকূল গ. অনভিজ্ঞ ঘ. আরক্ত উঃ ঘ

১১২. 'পাতি' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়?
ক. ছোটো খ. বিপরীত গ. নিম্ন ঘ. শূন্য উঃ ক

১১৩. কোন শব্দটি উপসর্গ নিয়ে গঠিত হয়েছে? [৩৯তম বিসিএস]
ক. আষাঢ় খ. আঘাটা গ. আয়না ঘ. আনন উঃ খ

১১৪. খাঁটি বাংলা উপসর্গ কয়টি? [২৭তম বিসিএস, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (ব্যক্তিগত সহ.)-১৯, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক-১৮, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহ. শিক্ষক-১৭, পিএসসি (সহ. পরিচালক)-১৬]
ক. ২১টি খ. ২০টি গ. ১৯টি ঘ. ১৫টি উঃ ক

১১৫. 'অচিন' শব্দের 'অ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত? [১৬তম বিসিএস, প্রতিরক্ষা গুপ্ত সংকেত পরিদপ্তর (সহ. অফিসার)-০৫]
ক. নেতিবাচক খ. বিয়োগান্তক গ. নঞর্থক ঘ. অজানা উঃ গ

১১৬. 'পাতিহাঁস' শব্দটিতে পাতি উপসর্গটি কী অর্থ বোঝায়? [খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শক-১১]
ক. বড় খ. ছোট গ. মন্দ ঘ. বিপ্সা উঃ খ

১১৭. 'অঘারাম বাস করে অজপাড়া গাঁয়ে'- 'অঘা' ও 'অজ' কোন ধরনের উপসর্গ? [প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৯]
ক. খাঁটি বাংলা খ. বিদেশি গ. তৎসম ঘ. তদ্ভব উঃ ক

১১৮. 'অভাব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোন উপসর্গটি? [৪১তম বিসিএস]
ক. অকাজ খ. আবছায়া গ. আলুনি ঘ. নিখুঁত উঃ গ

১১৯. 'লাপাত্তা' শব্দের 'লা' উপসর্গটি বাংলা ভাষায় এসেছে- [১৭তম বিসিএস, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ক্রেডিট সুপারভাইজার-১৯]
ক. আরবি ভাষা থেকে খ. ফরাসি ভাষা থেকে গ. হিন্দি ভাষা থেকে ঘ. উর্দু ভাষা থেকে উঃ ক

১২০. কোন শব্দে বিদেশি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? [১২তম ও ১০ম বিসিএস, প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৯, প্রযোজক বিটিভি-০৬]
ক. নিখুঁত খ. অবহেলা গ. আনমনা ঘ. নিমরাজি উঃ ঘ

১২১. কোন সারির সব শব্দ বিদেশি উপসর্গ যোগ করে গঠিত? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৮]
ক. আচার, বিচার, নাচার খ. সরব, নীরব, কুরব গ. বজ্জাত, বেহায়া, সজোর ঘ. নাচার, বনাম, নারাজ উঃ ঘ

১২২. 'লাজওয়াব' শব্দটির 'লা' কোন ধরনের উপসর্গ? [প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৮]
ক. আরবি উপসর্গ খ. ফারসি উপসর্গ গ. হিন্দি উপসর্গ ঘ. ইংরেজি উপসর্গ উঃ ক

১২৩. 'বদমেজাজী' শব্দের 'বদ' কোন ধরনের উপসর্গ? [বিআরটিএ (সহ. পরিচালক)-০৫]
ক. বাংলা খ. ফারসি গ. আরবি ঘ. হিন্দি উঃ খ

১২৪. 'নাবালক' শব্দের 'না' উপসর্গ কোন ভাষা থেকে এসেছে? [জরিপ অধিদপ্তর (সহ. সুপারিনটেনডেন্ট)-০৫]
ক. ফারসি খ. আরবি গ. বাংলা ঘ. সংস্কৃত উঃ ক

১২৫. 'ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছি।'-এ বাক্যে 'ডেকে ডেকে' কোন অর্থ প্রকাশ করে? [৪৩তম বিসিএস]
ক. অসহায়ত্ব খ. বিরক্তি গ. কালের বিস্তার ঘ. পৌনঃপুনিকতা উঃ ঘ

১২৬. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান'–এখানে 'টাপুর টুপুর' কোন শব্দ? [২০তম বিসিএস, প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৮]
ক. অবস্থাবাচক শব্দ খ. বাক্যালঙ্কার অব্যয় গ. ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঘ. দ্বিরুক্ত শব্দ উঃ গ

১২৭. 'কোন দ্বিরুক্তি শব্দ দুটি বহুবচন নির্দেশ করে? [১০ম বিসিএস, পিএটিসি কর্মকর্তা-১৯]
ক. পাকা পাকা আম খ. ছিঃ ছিঃ কি করছ গ. নরম নরম হাত ঘ. উড়ু উড়ু মন উঃ ক

১২৮. 'বই-টই নিয়ে পড়তে বসো।' এখানে 'বই-টই' কী? [বিজেএস-১৪]
ক. যথাদ্বিরুক্ত খ. অনুচর/সহচর দ্বিরুক্ত গ. সমার্থক দ্বিরুক্ত ঘ. বিপরীতার্থক দ্বিরুক্ত উঃ খ

১২৯. নিচে উল্লিখিত শব্দজুটির মধ্যে কোনটিকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলে? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইনস্ট্রাক্টর-১৮]
ক. কল কাকলি খ. মুগ্ধ নয়নে গ. পথে প্রান্তরে ঘ. হাতে হাতে উঃ ঘ

১৩০. 'আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি' এখাে 'জ্বর জ্বর' দ্বিরুক্তি কী বোঝাচ্ছে? [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সহ. প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৭]
ক. আধিক্য খ. সামান্য গ. অসুখ ঘ. পরস্পরতা উঃ খ

১৩১. 'লাল লাল ফুল' বাক্যটিতে কি অর্থে দ্বিরুক্তি শব্দের ব্যবহার হয়েছে? [চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-১৭]
ক. একবচন খ. স্বল্পতা গ. বহুবচন ঘ. মুগ্ধতা উঃ গ

১৩২. 'হাতে হাতে ফল পাওয়া' বাক্যাংশে 'হাতে হাতে' হলো- [দুদক (পরিদর্শক)-০৪]
ক. দ্বিরুক্ত শব্দ খ. শব্দদ্বৈত গ. অনুকার শব্দদ্বৈত ঘ. ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত উঃ ক

১৩৩. 'সারা বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে'–এখানে 'খাঁ খাঁ' হলো- [শহর সমাজসেবা (সমাজ সংগঠক)-০৫]
ক. ধ্বন্যাত্মক শব্দ খ. মিশ্র শব্দ গ. দ্বিরুক্ত শব্দ ঘ. শব্দদ্বৈত উঃ গ

১৩৪. 'লোকটি হাড়ে হাড়ে বদমায়েশ'- এখানে 'হাড়ে হাড়ে' দ্বিরুক্ত শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?
ক. আধিক্য খ. ভাবের প্রগাঢ়তা গ. কালের বিস্তার ঘ. সতর্কতা উঃ ক

১৩৫. 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কীভাবে?' এখানে 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [পিএটিসি কর্মকর্তা-১৯]
ক. ক্রিয়া-বিশেষণ খ. সামান্য গ. আধিক্য ঘ. তীব্রতা উঃ ক

১৩৬. 'রি রি করা' দ্বারা কী প্রকাশ পায়? [প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৯]
ক. তীব্র ক্রোধ খ. তীব্র ব্যথা গ. কড়া কথা ঘ. কড়া মেজাজ উঃ ক

১৩৭. টা, টি, খানা ইত্যাদি- [২৬তম বিসিএস, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সহ. সাব-ইন্সপেক্টর-১৮]
ক. পদাশ্রিত নির্দেশক খ. প্রকৃতি গ. বিভক্তি ঘ. উপসর্গ উঃ ক

১৩৮. বচন অর্থ কী? [১৮তম বিসিএস]
ক. সংখ্যার ধারণা খ. গণনার ধারণা গ. ক্রমের ধারণা ঘ. পরিমাপের ধারণা উঃ ক

১৩৯. 'হস্তি' শব্দটির পর কোন বহুবচনবোধক শব্দটি বসবে? [পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক-১৮]
ক. যুথ খ. গণ গ. মালা ঘ. বাজি উঃ ক

১৪০. 'এক যে ছিল রাজা'-এখানে পদাশ্রিত নির্দেশক কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [সহ. সার্জন-০৫]
ক. নির্দিষ্টতা অর্থে খ. অনির্দিষ্টতা অর্থে গ. নিরর্থকভাবে ঘ. বাহুল্যভাবে উঃ খ

১৪১. 'সাহেব' শব্দের বহুবচনে কোনটি? [প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-৯৩]
ক. সাহেবান খ. সাহেবকুল গ. সাহেবমণ্ডলী ঘ. সাহেবসমূহ উঃ ক

১৪২. কেবল জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত হয় এমন শব্দ হলো- [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (অডিটর)-১৯]
ক. আবলি খ. দল গ. সকল ঘ. পাল উঃ ঘ

১৪৩. অপ্রাণিবাচক শব্দ কোনটি? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর থানা পরিসংখ্যানবিদ-২০]
ক. কবিকুল খ. পাখিকুল গ. কমলনিকর ঘ. বুজুর্গান উঃ গ

১৪৪. 'সিংহ বনে থাকে'-এখানে 'সিংহ' কোন বচনে ব্যবহৃত?
ক. বহুবচনে খ. একবচনে গ. দ্বিবচনে ঘ. ত্রিবচনে উঃ ক

১৪৫. নারীকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে- [২০তম বিসিএস, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (ব্যক্তিগত সহ.)-১৯]
ক. কল্যাণীয়েসু খ. সুচরিতেষু গ. শ্রদ্ধাস্পদাসু ঘ. প্রীতিভাজনেষু উঃ গ

১৪৬. কোনটির লিঙ্গান্তর হয় না? [১৮তম বিসিএস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহ. পরিচালক-১৭, এনএসআই ফিল্ড অফিসার-১৭, হিসাব সহ-১৩]
ক. বেয়াই খ. সাহেব গ. কবিরাজ ঘ. সঙ্গী উঃ গ

১৪৭. 'নাটিকা' কোন অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ? [বিজেএস-০৭, প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৮, ব্যক্তিগত সহ. (ভোক্তা অধিদপ্তর)-১৩]
ক. সমার্থে খ. বৃহদার্থে গ. ক্ষুদ্রার্থে ঘ. বিপরীতার্থে উঃ গ

১৪৮. ডাক্তার স্ত্রীলিঙ্গ কোন লিঙ্গবাচক? [কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার-১৮]
ক. স্ত্রী লিঙ্গ খ. ক্লিব লিঙ্গ গ. পুং লিঙ্গ ঘ. উভয় লিঙ্গ উঃ গ

১৪৯. ক্ষুদ্রার্থে স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে নিচের কোনটিতে? [১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন-১৭]
ক. অরণ্যানী খ. চাকরানী গ. ভাগনী ঘ. মেধাবিনী উঃ ঘ

১৫০. 'ফুল' শব্দটি কোন লিঙ্গ? [বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সহ. পরিচালক-১৭]
ক. পুংলিঙ্গ খ. স্ত্রীলিঙ্গ গ. ক্লীবলিঙ্গ ঘ. উভয় লিঙ্গ উঃ গ

১৫১. নিচের কোন শব্দটির পুরুষবাচক শব্দ নেই? [১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৭]
ক. বাদী খ. দাত্রী গ. তাদৃশী ঘ. ডাইনী উঃ ঘ

১৫২. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? [বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা-১৯, ১৬তম সহ. শিক্ষক নিবন্ধন-১৯]

ক. সারী খ. কুলটা গ. জেনানা ঘ. খানম উঃ খ

১৫৩. মরদ এর বিপরীত লিঙ্গ কোনটি? [বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৫]

ক. মর্দ খ. জেনানা গ. জেনানী ঘ. মরদী উঃ খ

১৫৪. নিচের কোনটি নিত্য পুরুষবাচক শব্দ? [পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ-১৯, অফিসার ও কারখানা তত্ত্বাবধায়ক (বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)-১১]

ক. গরু খ. ঢাকী গ. দাতা ঘ. সাধু উঃ খ

১৫৫. কোনটি স্ত্রীবাচক শব্দ? [উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা-১৬]

ক. মায়াবী খ. যোগী গ. দুঃখী ঘ. বৈষ্ণবী উঃ ঘ

CAPSTONE